ইরাকে গণকবরের সন্ধান, মিলল ১০০ জনের দেহাবশেষ

সারে-জমিন

মধ্যপ্রদেশে টাওয়ার উল্টে মৃত্যু তিন পরিযায়ী শ্রমিকের

রূপসী বাংলা

দেশের অর্থনীতিকে খাদের কিনারা থেকে তুলে এনেছিলেন মনমোহন

সম্পাদকীয়

শিক্ষকের অভাবে ধুঁকছে জেলার সাঁওতালি মাধ্যম স্কুল

সাধারণ

আইএসএল-এ ৪৮ দিন পর ফের পয়েন্ট পেল মহামেডান

খেলতে খেলতে

আপনজন

APONZONE
Bengali Daily

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

শনিবার
২৮ ডিসেম্বর, ২০২৪
১২ পৌষ ১৪৩১
২৫ জমাদিউস সানি, ১৪৪৬ হিজরি

সম্পাদক
জাইদুল হক

Vol.: 19 ■ Issue: 351 ■ Daily APONZONE ■ 28 December 2024 ■ Saturday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 6 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php ■ aponzone@gmail.com

প্রথম নজর

২০২৬ শিক্ষাবর্ষ থেকে প্রাইমারি স্কুলেও চালু হবে সেমিস্টার পদ্ধতি

আপনজন ডেস্ক: হাইস্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের পর এবার রাজ্যের প্রাইমারি স্কুলগুলিতে ছাত্রছাত্রীদের জন্য চালু হচ্ছে সেমিস্টার পদ্ধতি। আগামী শিক্ষাবর্ষ থেকেই শিশু পড়ুয়াদের পরীক্ষা নেওয়া হবে ও মূল্যায়ন করা হবে এই সেমিস্টার পদ্ধতির মাধ্যমে। এই নতুন পদ্ধতি চালু করার ঘোষণা দিয়েছেন পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের চেয়ারম্যান গৌতম পাল। এ ব্যাপারে পর্ষদ সভাপতি গৌতম পাল শুক্রবার জানিয়েছেন, এই নতুন পদ্ধতির নাম ক্রেডিট বেসড সেমিস্টার সিস্টেম। আর আগামী শিক্ষাবর্ষ থেকেই প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত এই ব্যবস্থা চালু হবে। এছাড়া প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ সিদ্ধান্ত নিয়েছে, বছরে দুবার করে পরীক্ষা নেওয়া হবে। শুধু আগামী শিক্ষাবর্ষ থেকে সেমিস্টার পদ্ধতি চালু করা নয়, প্রাথমিকের সিলেবাসেও বদল আনা হচ্ছে। পর্ষদ সভাপতি গৌতম পাল জানিয়েছেন, এই সেমিস্টার পদ্ধতি চালু করা হচ্ছে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্মতি ও অনুমতি নিয়েই। মুখ্যমন্ত্রীর অনুমোদনক্রমে সেমিস্টারের সঙ্গে ক্রেডিট যোগ করা হচ্ছে।
এবার থেকে প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ ঠিক করে দেবে কি ধরনের প্রশ্নপত্রে পরীক্ষা নেওয়া হবে। নতুন ধরনের প্রশ্নপত্র চালু করা নিয়ে যাতে শিক্ষকরা কোনো অসুবিধায় না পড়েন এবং কি ধরনের পরিকাঠামো তৈরি করতে হবে সে বিষয়ে প্রাথমিকের শিক্ষকদের আলাদা করে প্রশিক্ষণ দেওয়ার ব্যবস্থা করবে প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ। আগামী শিক্ষাবর্ষ থেকে যেহেতু নতুন সিলেবাস চালু হবে তাই ইতিমধ্যে সিলেবাস পরিবর্তন করার কাজ পর্ষদ শুরু করেছে। তবে এবছর পুরনো পাঠ্যক্রমেই পরীক্ষা নেওয়া হবে। পরের বছর থেকে নতুন পাঠ্যক্রমে পরীক্ষা নেওয়া হবে। প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ জানিয়েছে, ২০২৬ শিক্ষাবর্ষ থেকে সিলেবাসে বদল আসবে। সেই সঙ্গে সেমিস্টার পদ্ধতি চালু হওয়ার ফলে দুবার পরীক্ষা নেওয়া হবে। সেই দুটি পরীক্ষার মিলিত ফলাফল এবং মূল্যায়নের উপর ভিত্তি করে ছাত্র ছাত্রীদের পরবর্তী ক্লাসে উত্তীর্ণ করা হবে। এবার থেকে আর ডিসেম্বরে নয় জানুয়ারি থেকে জুন ও জুলাই থেকে ডিসেম্বর গোটা বছরকে দুভাগে ভাগ করে পরীক্ষা নেওয়া হবে।

মনমোহন সিং-এর শেষকৃত্য আজ, তার স্মৃতিসৌধের জন্য জায়গা চাইল কংগ্রেস

আপনজন ডেস্ক: শনিবার বিকেলে নিগমবোধ ঘাটে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংয়ের শেষকৃত্য সম্পন্ন হবে। কংগ্রেস শুক্রবার এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, শনিবার সকালে নয়াদিল্লিতে দলের সদর দপ্তরে এক ঘণ্টার জন্য মনমোহনের মরদেহ নিয়ে যাওয়া হবে। সেখানে সাধারণ জনগণ ও দলের নেতা-কর্মীরা সাবেক এই প্রধানমন্ত্রীর প্রতি শেষ শ্রদ্ধা জানাতে পারবেন। সেখান থেকে তাঁর মরদেহ শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হবে।
এদিকে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক এক বিবৃতিতে বলেছে, প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ড. মনমোহন সিং ২০২৪ সালের ২৬ ডিসেম্বর রাত ৯.৫১ মিনিটে নয়াদিল্লির এএলএমএস হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। সরকারের তরফে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, ডঃ মনমোহন সিংকে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় শেষকৃত্য করা হবে। ২০২৪ সালের ২৮ ডিসেম্বর সকাল ১১টা ৪৫ মিনিটে নয়াদিল্লির নিগমবোধ ঘাটে শেষকৃত্য সম্পন্ন হবে।
প্রতিরক্ষা মন্ত্রককে অনুরোধ করা হয়েছে, রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় শেষকৃত্যের ব্যবস্থা করতে। কেন্দ্রীয় সরকারের এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, প্রয়াত মনমোহন সিংয়ের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে আগামী ১ জানুয়ারি পর্যন্ত সাত দিনের রাষ্ট্রীয় শোক পালনের সিদ্ধান্ত হয়েছে। এ সময় সারা দেশে সরকারি ভবনগুলোতে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত রাখা হবে। একই সঙ্গে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় তাঁর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া হবে বলেও বিবৃতিতে বলা হয়।
কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে চিঠি লিখে অনুরোধ করেছেন, প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংয়ের শেষকৃত্য এমন জায়গায় করা হোক যেখানে একটি স্মৃতিসৌধ স্থাপন করা যায়।
দু'বার প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করা এবং ভারতজুড়ে অত্যন্ত সম্মানিত মনমোহন সিংয়ের জন্য একটি স্মৃতিসৌধ তৈরির সম্ভাবনা নিয়ে মোদির সাথে আলোচনার পরে খাড়গে এই অনুরোধ করেছিলেন।
চিঠিতে খাড়গে লিখেছেন, 'আজ সকালে আমাদের টেলিফোনিক কথোপকথনের পরে, আমি অনুরোধ করেছি যে ডঃ মনমোহন সিংয়ের শেষকৃত্য, যা ২৮ ডিসেম্বর ২০২৪ তারিখে নির্ধারিত ছিল, এমন একটি স্থানে অনুষ্ঠিত হোক যা ভারতের এই মহান সন্তানের স্মৃতিসৌধের পবিত্র স্থান হিসাবে কাজ করবে।
খাড়গে জোর দিয়েছিলেন যে এই অনুরোধটি রাষ্ট্রনায়ক এবং প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীদের চূড়ান্ত বিশ্রামের স্থানে স্মৃতিসৌধ স্থাপনের ঐতিহ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।
বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় দিল্লির এইমসে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন মনমোহন সিং। বাড়িতে হঠাৎ জ্ঞান হারিয়ে ফেলার পরে তাকে দ্রুত দিল্লির এইমসে নিয়ে যাওয়া হয়।
মনমোহন সিংয়ের জন্ম ১৯৩২ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর।
অর্থনীতিবিদ হওয়ার পাশাপাশি মনমোহন সিং ১৯৮২ থেকে ১৯৮৫ সাল পর্যন্ত রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্নর ছিলেন। ২০০৪ থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত ভারতের ১৩তম প্রধানমন্ত্রী ছিলেন তিনি।
তিনি ১৯৯১ থেকে ১৯৯৬ সালের মধ্যে পাঁচ বছর ভারতের অর্থমন্ত্রী হিসাবে অতিবাহিত করেছিলেন এবং অর্থনৈতিক সংস্কারের একটি বিস্তৃত নীতি প্রবর্তনে তাঁর ভূমিকা বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত। ভারতে সেই বছরগুলির জনপ্রিয় দৃষ্টিভঙ্গিতে, সেই সময়টি মনমোহন সিংয়ের ব্যক্তিত্বের সাথে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত।
মনমোহন সিংয়ের সরকার জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান গ্যারান্টি আইন (এনআরইজিএ) চালু করেছিল, যা পরে এমজিএনআরইজিএ নামে পরিচিতি লাভ করে।
মনমোহন সিং সরকারের অধীনে ২০০৫ সালে তথ্যের অধিকার আইন (আরটিআই) পাস করা হয়েছিল, যা সরকার ও জনসাধারণের মধ্যে তথ্যের স্বচ্ছতাকে আরও ভাল করে তুলেছিল। ৩৩ বছর সেবা করার পর এ বছরের শুরুতে রাজ্যসভা থেকে অবসর নেন তিনি।

সম্ভল মসজিদের সামনে তৈরি হচ্ছে পুলিশ ফাঁড়ি

আপনজন ডেস্ক: গত ২৪ নভেম্বর সম্ভলে শুরু হওয়া হিংসার পর শাহি জামা মসজিদের উল্টোদিকে মাঠে স্থায়ী পুলিশ ফাঁড়ি তৈরির কাজ শুরু করল উত্তরপ্রদেশ পুলিশ। আধিকারিকরা জানান, ইতিমধ্যেই ওই এলাকায় সমীক্ষা চালানো হয়েছে এবং শহরের কোট গরভি এলাকায় অবস্থিত ওই জায়গায় শীঘ্রই নির্মাণ কাজ শুরু হবে। অতিরিক্ত পুলিশ সুপার শ্রীষ চন্দ্র বলেন, নতুন ফাঁড়ির জন্য পরিমাপের কাজ শেষ হয়েছে। তবে এ পর্যায়ে তিনি ফাঁড়ির প্রস্তাবিত নাম প্রকাশ করতে অস্বীকৃতি জানান। তিনি বলেন, ওই অঞ্চলের নিরাপত্তা জোরদার করতে এই ফাঁড়ি স্থাপন করা হচ্ছে। কাজ শেষ হয়ে গেলে সার্বক্ষণিক পুলিশের উপস্থিতি নিশ্চিত করতে চব্বিশ ঘণ্টা নজরদারি চালানো হবে।
গত ২৪ নভেম্বর কোট গারভি এলাকায় শাহি জামা মসজিদে হরিহর মন্দিরের একটি পিটিশনকে কেন্দ্র করে আদালতের নির্দেশে জরিপ চলাকালীন পুলিশের সঙ্গে স্থানীয়দের সংঘর্ষে চারজন নিহত ও নিরাপত্তারক্ষীসহ বেশ কয়েকজন আহত হন। মুঘল আমলের শাহি জামা মসজিদে একটি সমীক্ষা চালানো হয়েছিল, যখন সুপ্রিম কোর্টের হিন্দুপক্ষের এক আইনজীবী দাবি করেছিলেন যে এটি মূলত একটি মন্দির যা মসজিদ নির্মাণের জন্য ভেঙে ফেলা হয়েছিল। ১৯৯১ সালের উপাসনাস্থল (বিশেষ বিধান) আইন সত্ত্বেও আদালতের এই নির্দেশনা জারি করা হয়েছিল, যার লক্ষ্য ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্টের মতো উপাসনালয়ের ধর্মীয় চরিত্র সংরক্ষণ করা। যত দিন যাচ্ছে ততই কোর্ট কমিশনারের সমীক্ষা নিয়ে আপত্তি উঠতে শুরু করেছে। ২৪ নভেম্বর, একদল বাসিন্দা ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণের (এএসআই) ভূমি জরিপকারী একটি দলের বিরোধিতা করেছিল। ১০ ডিসেম্বর একটি বড় আকারের বিক্ষোভ শুরু হয় যা অবশেষে সহিংস হয়ে ওঠে এবং নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে ৫ জন মুসলিম যুবক মারা যায়।

বজবজ ইনস্টিটিউট অফ নার্সিং
চণ্ডীপুর মোড় ■ বিড়লাপুর রোড ■ কলকাতা-৭০০১৩৭
https://bbinursing.com
Project of Amanat Foundation
ছেলেদের জন্য

আশশিফা ইনস্টিটিউট অফ নার্সিং
সহরার হাট ■ ফলতা ■ দক্ষিণ ২৪ পরগনা
https://ashsheefahospital.com
Project of AshSheefa Group
মেয়েদের জন্য

স্কলারশিপ, স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ডে সহায়তা

- অভিজ্ঞ প্রফেসর ডাক্তার দ্বারা পরিচালিত।
- আধুনিক সুসজ্জিত ল্যাবরেটরি, লাইব্রেরি।
- ১০০+ বেডের নিজস্ব হাসপাতালে এবং অতিরিক্ত আরও ২ টি ১০০+ বেডের হাসপাতালে প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা।
- মেয়েদের জন্য হসপিটাল ক্যাম্পাসে নার্সিং স্কুল ও হোস্টেল এর সুযোগ।
- ছেলেদের পৃথক হোস্টেল।
- ভর্তির যোগ্যতা: সায়েন্স/আর্টস/কমার্স) যেকোনও শাখায় HS এ40% মার্কস।

HS পাস ছেলে ও মেয়েদের জন্য নার্সিং এর অ্যাডমিশন শুরু হয়ে গেছে

GNM
(3Years)
কোর্সে সরাসরি ভর্তি চলছে
ওয়েস্ট বেঙ্গল ও ইন্ডিয়ান নার্সিং কাউন্সিল অনুমোদিত

কোর্স ফিজঃ
ছেলেদের- 3 লাখ | মেয়েদের- 2.5 লাখ

ডাঃ ফারুক উদ্দিন পুরকাইত
(Director) MBBS, MD, Dip. Card

মুহাম্মদ শাহ আলম, চেয়ারম্যান
ডঃ মোশারফ হোসেন, ভাইস-চেয়ারম্যান
ডাঃ সুনন্দ জানা, সি.ঈ.ও.

যোগাযোগ
6295 122937 (D)
93301 26912 (O)

প্রথম নজর

তৃণমূল কর্মী খুন হলেন নন্দীগ্রামে

নিজস্ব প্রতিবেদক ● নন্দীগ্রাম

আপনজন: নন্দীগ্রামের গোকুলনগর ৬ নম্বর অঞ্চলে "বৃন্দাবনচকের দক্ষিণ ২৫৩ নম্বর বুথে তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী মহাদেব বিসাইকে গতকাল গভীর রাতে নৃশংস ভাবে হত্যা করে দুষ্কৃতীরা, তার মরদেহ তাম্রলিপ্ত মেডিকেল কলেজ এন্ড হাসপাতালে পোস্টমর্টেম করে নন্দীগ্রামের বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দেওয়ার আগে তার মরদেহে মাল্যদান করে তমলুক বিধানসভার বিধায়ক সৌমেন কুমার মহাপাত্র, পূর্ব মেদিনীপুর জেলার তমলুক সাংগঠনিক বিভাগের সভাপতি অসিত ব্যানার্জি,জেলার চেয়ারম্যান চিত্তরঞ্জন মাইতি, নন্দীগ্রামের নেতা সেক সুফিয়ান, তমলুক শহর তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি চঞ্চল কুমার খাঁড়া, জেলার যুব সভাপতি আজগর আলী,শ্রমিক নেতা পঞ্চানন খামরুই,আনন্দ মন্ডল,বাসুদেব প্রামানিক,উত্তম মন্ডল সহ আরো অনেকেই

ছবি: সেক আনোয়ার হোসেন।

নদিয়ার আনন্দিক মেলা স্থগিত

আরবাজ মোল্লা ● নদিয়া

আপনজন: প্রয়াত হয়েছেন দেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং, মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে স্থগিত রাখা হলো নদীয়ার আনন্দিক উৎসব মেলা। ভারতবর্ষের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং এর প্রয়াণের কারণে, দেশ জুড়ে চলছে সাত দিনের রাষ্ট্রীয় শোক। এবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে স্থগিত করে দেয়া হলো নদীয়া জেলা নান্দনিক ভাষা উৎসব মেলার।

সদ্যপ্রয়াত হয়েছেন ভারতবর্ষের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং, সে কারণেই রাজ্য রাজনীতিতে চলছে শোকের আবহ। দেশ জুড়ে চলছে রাষ্ট্রীয় শোক। তবে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায় নিজেও শোক বার্তা দিয়েছেন। এবার মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে এই সরকারি মেলা এবং অনুষ্ঠান স্থগিত রাখার নির্দেশ আসার পরই নদীয়ার কৃষ্ণনগরে অনুষ্ঠিত হওয়া নান্দনিক ভাষা উৎসব এবং মেলা বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে নদীয়া জেলা পরিষদ।পরবর্তীতে অনুষ্ঠান এর যাবতীয় দিনক্ষণ জানিয়ে দেওয়া হবে জেলা পরিষদের তরফে।

হোটেলের খাবার খেয়ে কুমারগঞ্জে অসুস্থ পুলিশ কর্মীসহ বেশ কয়েকজন

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

আপনজন: হোটেলের খাবার খেয়ে অসুস্থ বেশ কয়েকজন। অসুস্থদের প্রথমে গ্রামীণ হাসপাতাল এবং পরবর্তীতে সেখান থেকে জেলার সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার কুমারগঞ্জ ব্লক এলাকার ঘটনা।

জানা গিয়েছে, কুমারগঞ্জ থানার সংলগ্ন একটি হোটেলের খাবার খেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েন পুলিশকর্মী সহ বেশ কয়েকজন। প্রথমে অসুস্থদের ভর্তি করা হয় কুমারগঞ্জ গ্রামীণ হাসপাতালে। প্রাথমিক চিকিৎসায় সুস্থ হয়ে যাওয়ায় কয়েকজনকে ছেড়ে দেওয়া হয়। তবে প্রাথমিক চিকিৎসায় সুস্থ না হওয়ায় পরবর্তীতে কয়েকজন কে বালুরঘাট সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। মূলত খাবারে বিষক্রিয়া জনিত কারণে এমনটা হয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে অনুমান করা হচ্ছে। এ বিষয়ে এক অসুস্থ ব্যক্তির পরিবারের লোক জানান, 'হোটেলে খাবার খাওয়ার পরেই শরীর খারাপের বিষয়টি সামনে আসে। পরবর্তীতে কুমারগঞ্জ গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। কিন্তু সুস্থ না হওয়ায় সেখান থেকে বালুঘাট সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। যারা ঔ হোটেলের খাবার খেয়েছে, প্রত্যেকেরই এমন হয়েছে। সব মিলে প্রায় ২০-২২ জন খাবার খেয়ে অসুস্থ হয়েছেন বলে শুনেছি।' এ বিষয়ে বালুরঘাট সদর হাসপাতালে সুপার কৃষ্ণেন্দু বিকাশ বাগ জানান, 'হোটেলের খাবার খেয়ে মূলত খাদ্য বিষক্রিয়া জনিত কারণে এমনটা হয়েছে। গুরুতর অসুস্থ আট জন রয়েছেন। তার মধ্যে একজন পুলিশ কর্মী রয়েছেন। বাকিরা স্বল্প অসুস্থতা নিয়ে ভর্তি রয়েছেন। পুরো বিষয়টি আমরা জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য অধিকারকে জানিয়েছি। তিনি পুরো বিষয়টি দেখছেন। কুমারগঞ্জের ওই এলাকায় এ বিষয়ে আমরা সচেতনতা মূলক প্রচার চালাচ্ছি।'

যানজট কমাতে এগিয়ে এল বারুইপুর পুরসভা

চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় ● বারুইপুর

আপনজন: বারুইপুরে যানজট কমাতে এবার এগিয়ে এলো বারুইপুর পুরসভা। বারুইপুর রেলগেট থেকে বারুইপুর স্টেশনের ৪ নং প্ল্যাটফর্মের দিকে যাওয়ার রাস্তায় যানজটের যন্ত্রণা দীর্ঘদিনের।মূলত অটো ও টোটোর মধ্যে যাত্রী নেওয়ার প্রতিযোগিতা থেকেই এই সমস্যা।স্থানীয় বাসিন্দারা দীর্ঘদিন ধরে এই সমস্যা সমাধানের দাবি করে আসছেন। আর তাই এবার এই তীব্র যান-যন্ত্রণা থেকে নাগরিকদের মুক্তি দিতে রাস্তার একদিকে প্রায় ১০-১২ ফুট চওড়া করার চিন্তাভাবনা শুরু করেছে বারুইপুর পুর প্রশাসন। ইতিমধ্যে মাপজোকের কাজও করে ফেলেছে তাঁরা।এ ব্যাপারে বারুইপুর পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান গৌতম কুমার দাস বলেন, "এই কাজের জন্য রাস্তার আশপাশে দোকানেরব্যবসায়ীদের দ্রুত পুরসভায় ডাকা হবে। তাঁদের সঙ্গে আলোচনা করেই পদক্ষেপ নেওয়া হবে।"এই প্রসঙ্গে বারুইপুর পশ্চিমের বিধায়ক তথা রাজ্য বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "এই কাজ দ্রুত হলে মানুষের যাতায়াতের সমস্যা অনেকটাই মিটবে। আর রাস্তাটি চওড়া হলে অটো-টোটো বা কাউকে রাস্তা দখল করে দাঁড়াতে দেওয়া হবে না।"এই স্টেশন রোডে প্রবল যানজটের কারণে স্কুল পড়ুয়ারাও সঠিক সময়ে স্কুলে যেতে পারে না। অনেক নিত্যযাত্রীর ট্রেন মিস হয়। সকালের অফিস টাইম থেকে শুরু করে সন্ধ্যাতেও এই রাস্তা দখল করে দাঁড়িয়ে থাকে একের পর এক অটো-টোটো। এই রাস্তায় রোগীকে নিয়ে অ্যাম্বুলেন্সও হাসপাতালে যেতে পারে না।এ বিষয়ে পুরসভার এক কাউন্সিলার বলেন, রাস্তা চওড়া করা হলে যানজট সমস্যা মিটবেই। একই সঙ্গে ওই রাস্তায় অটো-টোটো স্ট্যান্ড করা কোনও মতেই চলবে না। তবে এই কাজ করতে গেলে অনেক দোকান ভাঙা পড়বে।

মধ্যপ্রদেশে টাওয়ার উল্টে মৃত্যু মালদার তিন পরিযায়ী শ্রমিকের

দেবাশীষ পাল ও নাজমুস শাহাদত ● মালদা

আপনজন: পেটের টানে আবারো ভিন রাজ্যে গিয়ে মৃত্যু তিন শ্রমিকের। টাওয়ার উল্টে ভিন রাজ্যে কাজে গিয়ে মৃত মালদা জেলার ইংরেজবাজার ব্লকের তিন পরিযায়ী শ্রমিক। উল্লেখ্য ১৫-১৬ দিন আগে মালদার ইংরেজবাজার ব্লকের অমৃতি অঞ্চলের আজমির মমিন বয়স ২৬ বছর, এবং সিন্টু শেখ বয়স ৩২ বছর এবং অপর পরিযায়ী শ্রমিক শেখ মোবারক ফুলবাড়িয়া অঞ্চলের নঘরিয়া গ্রামের বাসিন্দা, তারা ঋণের বোঝা ও পরিবারের মুখে দুমুঠো অন্ন তুলে দেওয়ার জন্য মধ্যপ্রদেশে টাওয়ারের কাজে যায়।কিন্তু সেই মনের আশা মনেই রয়ে গেল, কফিন বন্দী হয়ে এইভাবে তাদের নিথর দেহ গ্রামে ফিরবে কেউই ভাবতে পারেনি।২৬ ডিসেম্বর সকাল সাড়ে এগারোটা নাগাদ খবর আসে, টাওয়ার উল্টে মারা গেছে তিন পরিযায়ী শ্রমিক। তাদের পরিবার সূত্রে জানা গেছে তিন পরিযায়ী শ্রমিকের দেহ শনিবার রবিবার আসার সম্ভবনা।।তাদের মৃত্যুতে ইংলিশ বাজার ব্লকের তিন গ্রামে নেমে এসেছে শোকের ছায়া।জানা গেছে মৃত পরিযায়ী শ্রমিক আজমির মমিনের পরিবার রয়েছে মা, বাবা, স্ত্রী মিনি বিবি ও দুই সন্তান।প্রথম পুত্র নাম আহিদ মোমিন বয়স ৯বছর এবং দ্বিতীয় পুত্র শহীদ মনিন বয়স ৭বছর । দুই পুত্রই দ্বিতীয় পরিযায়ী শ্রমিকের পরিবারে রয়েছে স্ত্রী আসমিন বিবি, তিন পুত্র যথাক্রমে ইরফান শেখ ,নুর আলম শেখ ,ওমান শেখ তার মধ্যে নুর আলম শেখ ও ওসমান শেখ ইস্কুল পড়ুয়া। তৃতীয় পরিযায়ী শ্রমিক শেখ মোবারক,বয়স প্রায় ৩৫ বছর , তার পরিবারেও রয়েছে দুই সন্তান। পরিবার গুলোর পক্ষ থেকে সরকারের কাছে আর্জি,যেন তাদের পরিবারগুলিকে সরকার আর্থিকভাবে সহযোগিতা করেও ছেলেমেয়েদের পড়ার জন্য একটা ব্যবস্থা গ্রহণ করে।এই মর্মান্তিক ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যান জেলা পরিষদের সদস্য মোহাম্মদ জুয়েল রহমান সিদ্দিকী। তিনি বলেন, মৃত পরিযায়ী শ্রমিকের মধ্যে আজমির মমিন ও সিন্টু শেখ আমার এলাকার এলাকার শ্রমিক। পরিবার দুটির যেকোনো ধরনের সহযোগিতার ব্যাপারে প্রস্তুত আছি।

এ ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গ পরিযায়ী শ্রমিক কল্যাণ পরিষদের চেয়ারম্যান সাংসদ সামিরুল ইসলাম 'আপনজন'কে বলেন, প্রথম থেকেই আমরা তাদের পাশে আছি এবং মৃতদেহ নিয়ে আসা থেকে শুরে করে তাদের পরিবারের পাশেও আমরা রয়েছি। রাজ্য সরকারের তত্ত্বাবধানে পরিয়ায়ী শ্রমিকের লাশ তিনটি বাড়ি আনার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গ গৃহ শিক্ষক কল্যাণ সমিতির বিক্ষোভ ও ডেপুটেশন ডিআই অফিসে

সেখ রিয়াজুদ্দিন ● বীরভূম

আপনজন: মহামান্য হাইকোর্টের ও পর্ষদের নিষেধাজ্ঞা অবমাননাকারী স্কুল শিক্ষক ও শিক্ষিকাদের প্রাইভেট টিউশন বন্ধের দাবিতে শুক্রবার সিউড়িতে জেলা স্কুল পরিদর্শকের (ডিআই) অফিসের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন পশ্চিমবঙ্গ গৃহ শিক্ষক কল্যাণ সমিতির সদস্যগণ।

পরবর্তীতে ডিআই এর কাছে একটি স্মারকলিপি ও প্রদান করা হয় বলে সংগঠন সূত্রে খবর।আদালতের নির্দেশ অমান্য করে গৃহ শিক্ষকতা করছেন এমন অভিযোগ প্রায় ওঠে। সেরূপ এবার বীরভূম জেলার ৭৫টি বিদ্যালয়ের ১৩৫ জন শিক্ষকের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানানো হয় সমিতির পক্ষ থেকে। উল্লেখ্য ইতিপূর্বে ও এবিষয়ে জেলা স্কুল পরিদর্শকের নিকট ডেপুটেশন প্রদান করা হয়েছে। কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয়নি।তারই প্রেক্ষিতে এদিন ফের ডেপুটেশন কর্মসূচি পালন করা হয় বলে সমিতির বক্তব্য। উল্লেখ্য গত ২০০৯ সালে রাজ্য সরকার নির্দেশিকা জারি করেন যে,সরকারি ও সরকার পোষিত বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের গৃহ-শিক্ষকতা থেকে বিরত থাকার। যার প্রেক্ষিতে বহু শিক্ষিত বেকার যুবক-যুবতীদের গৃহ-শিক্ষকতার সুযোগ বেড়েছিল। কিন্তু সেই নির্দেশকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে এক শ্রেণির শিক্ষক-শিক্ষিকা এখন পর্যন্ত গৃহ-শিক্ষকতা করছেন বলে অভিযোগ। গত ১ মে কলকাতা হাই কোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ নির্দেশ দেয়, সমস্ত সরকারি শিক্ষকদের গৃহ-শিক্ষকতা বন্ধ করতে হবে। এই নির্দেশের পরেই গৃহ-শিক্ষকতা করেন, এমন ৪৭৫ জন সরকারি ও সরকার পোষিত বিদ্যালয়ের শিক্ষকের তালিকা গৃহশিক্ষক কল্যাণ সমিতির তরফে গত ২৯ শে জুলাই ডেপুটেশনের মাধ্যমে দেওয়া হয়েছিল জেলা স্কুল পরিদর্শকের কাছে। সংগঠনের বক্তব্য, হাই কোর্টের নির্দেশকেও পাত্তা দিচ্ছেন না এক শ্রেণির শিক্ষক। কেউ স্ত্রীর নামে গৃহ-শিক্ষকতা করছেন।

সাহেবখালিতে সু-স্বাস্থ্য কেন্দ্র আছে, চিকিৎসক নেই, কম্পাউন্ডাই ভরসা

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বসিরহাট

আপনজন: সুন্দরবনে সু- স্বাস্থ্য কেন্দ্র আছে। চিকিৎসক নেই। হাসপাতাল চত্বরে গরু ছাগলের বাস । প্লাকার্ড- ফেস্টুন নিয়ে বিক্ষোভ, প্রতিবাদ।একজন কম্পাউন্ডারি ভরসা প্রান্তিক মানুষের । চিকিৎসকের দাবিতে প্রতিবাদ।উত্তর ২৪ পরগনা বসিরহাট মহাকুমার হিঙ্গলগঞ্জ ব্লকের তিন নম্বর সাহেবখালি স্বাস্থ্য কেন্দ্রে বেহাল দশা ইলেকট্রিক আছে জল আছে নেই কোন ডাক্তার। ডাক্তারের অভাবে বহু গ্রামের মানুষ চিকিৎসা থেকে

বঞ্চিত হচ্ছে তার পাশাপাশি এই স্বাস্থ্য কেন্দ্র যেন গরু ছাগলের ঘর হয়ে দাঁড়িয়েছে ডাক্তারের চাই তার দাবিতে এলাকার মানুষ তারা বিক্ষোভ দেখায়। প্লাকার্ড হাতে নিয়ে এর আগে অভিযোগ জানিয়েছিল একাধিক জায়গায় তবুও তার কোন সুরাহা হয়নি, কবেই স্বাস্থ্য কেন্দ্র ডাক্তার আসবে সেই আলোর আশায় দেখছে ৩ নম্বর সাহেবখালির মানুষ স্থানীয় বাসিন্দারা জানাচ্ছেন বহু রুগী এখান থেকে নদী পথ পেরিয়ে বসিরহাটের উদ্দেশ্যে নিয়ে যেতে গেলেই পথেই মারা যান। বিশেষ করে প্রসূতি মারা এই দুর্ঘটনার কবলে পড়ে তাদের অভিযোগ হাসপাতালে একজন কমপাউন্ডারি তিনি চিকিৎসা করেন ওষুধ দেন তাই আজকে আমরা বাধ্য হয়ে হাসপাতাল চত্বরে বিক্ষোভ দেখাচ্ছি সপ্তায় সাত দিন যাতে চিকিৎসক থাকে তার ব্যবস্থা করুক প্রশাসন। না হলে বৃহত্তর আন্দোলন করব।

শুভেন্দুকে আইনি নোটিশ পাঠালেন শওকত মোল্লা

সুভাষ চন্দ্র দাশ ● ক্যানিং

আপনজন: রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী কে আইনি নোটিশ পাঠালো ক্যানিং পূর্বের বিধায়ক শওকত মোল্লা। শুক্রবার শওকত মোল্লার আইনজীবী ডাকযোগে তাঁকে এই আইনে নোটিশ পাঠিয়ে দেন। মূলত শুভেন্দু অধিকারীর বিরুদ্ধে মানহানির মামলা করেছেন শওকত মোল্লা। তিনি হাইকোর্টে মামলা করেন। উল্লেখ্য গত কয়েকদিন আগে সাংবাদিক সম্মেলন করে শওকত মোল্লাকে জঙ্গিদের আশ্রয়দাতা হিসেবে অভিযুক্ত করেছিলেন শুভেন্দু অধিকারী। শুভেন্দু অধিকারী শওকত মোল্লাকে জঙ্গিদের আশ্রয়দাতা হিসেবে অভিযুক্ত করার পর শওকত মোল্লা তার বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ নেওয়ার কথা ঘোষণা করেছিলেন। সেই মতো তিনি আইনি নোটিশ পাঠালেন।

এ বিষয়ে শওকত মোল্লা বলেন শুভেন্দু অধিকারী বিরুদ্ধে আইনি নোটিশ পাঠানো হলো। ক্ষমা না চাইলে তাঁর বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। লড়াই হবে আইনি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে।

দ্বারকেশ্বর নদী থেকে বালি পাচারে আটক ইঞ্জিন ভ্যান

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: অবৈধভাবে দ্বারকেশ্বর নদী থেকে বালি পাচার করছিল অসাধু ব্যক্তিরা, পুলিশের অভিযানে আটক তিনটি ইঞ্জিন চালিত ভ্যান সহ তিনজন । বেশ কিছুদিন ধরেই পুলিশের কাছে খবর ছিল মঙ্গলপুরে দ্বারকেশ্বর নদী থেকে বেশ কিছু অসাধু ব্যক্তি অবৈধভাবে বালি তুলে সেই বালি অন্যত্র পাচার করছে । সেই খবর পেয়ে আজ ইন্দাস থানার পুলিশ অভিযানে নামে এবং ইন্দাস থানার সাহসপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত আশ্বিনপুর এলাকা থেকে বালি পাচার করে নিয়ে যাওয়ার সময় তিনটি ইঞ্জিন চালিত ভ্যান আটক করে। পাশাপাশি একই ঘটনায় তিনজনকে আটক করা হয়েছে । ঐ তিন জনকে বিষ্ণুপুর মহাকুমা আদালতে তোলা হয় । পুলিশের এই অভিযানের ফলে আগামী দিনে বালি পাচার বন্ধ হবে বলে মনে করছেন শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষরা।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

রায়পুর অঞ্চলে শীতের চাদর উপহার প্রধান প্রতিনিধির

সজিবুল ইসলাম ● ডোমকল

আপনজন: রায়পুর গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান প্রতিনিধির উদ্যোগে প্রায় চারশো শীতের চাদর উপহার দিলেন অঞ্চলের অসহায় বৃদ্ধা পুরুষ ও মহিলাদের।শুক্রবার বিকেলে মুর্শিদাবাদ জেলার ডোমকল ব্লকের রায়পুর গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান প্রতিনিধি রেন্টু মণ্ডলের নিজ বাসভবন থেকে অঞ্চলের অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়াতে শীতের চাদর উপহার হিসেবে তুলে দিলেন প্রধান প্রতিনিধি রেন্টু মণ্ডল।এদিন শীতের চাদর পেয়ে খুশি এলাকার অসহায় মানুষ।তারা জানান যে শুধু শীতের চাদর নয় সর্বদা আমাদের পাশে দাঁড়ায় প্রধান প্রতিনিধি রেন্টু মণ্ডল।প্রধান প্রতিনিধি রেন্টু মণ্ডল জানান আমরা ভোটের রাজনীতি করিনা আমাদের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও নেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় যেভাবে সাধারণ মানুষের জন্য উন্নয়ন করে চলেছে সেই উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে আমার ছোট্ট উপহার হিসেবে সাধারণ মানুষ কে শীতের সৌসুমে চাদর উপহার হিসেবে তুলে দিলাম।

পুরসভার সামনে ওয়াকফ বিরোধী সভা

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: শুক্রবার কলকাতা কর্পোরেশনের পাশে নিউমার্কেটের সামনে মূলত কলকাতার উর্দূভাষীদের উদ্যোগে ওয়াকফ সংশোধনী বিলের বিরুদ্ধে এক প্রকাশ্য জনসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। হাজারো প্রতিবাদমুখী মানুষ এই জনসভায় উপস্থিত থেকে প্রতিবাদ সভাকে মুখরিত করে তোলেন। অল ইন্ডিয়া মুসলিম পাসোনাল ল বোর্ডের সদস্য মৌলানা আবু তালেব রহমানি সহ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি অলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন। ভারতের অখণ্ডতা ও ধর্মনিরপেক্ষতাকে টিকিয়ে রাখতে হলে চন্দবাবু নাইডু ও নিতিশ কুমারকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে বলে মনে করেন আলোচ্য বক্তাগণ। এদিনের এই সমাবেশে ব্যাপক ভিড় লক্ষ্য করা যায়। মঞ্চ বেঁধে এই প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হওয়ায় পুরসভা চত্বরে যানজটের সৃষ্টি হয়।

গুইরে শুরু হল গ্রামীণ ও কৃষি মেলা

মোল্লা মুয়াজ ইসলাম ● বর্ধমান

আপনজন: পূর্ব বর্ধমান জেলার খণ্ডঘোষ থানার কৈয়ড় অঞ্চলের গুইর গ্রামে শুক্রবার শুরু হল ১১তম গ্রামীণ ও কৃষি মেলা। গুইর ইয়ংস্টার ক্লাবের উদ্যোগে আয়োজিত এই মেলার উদ্বোধন উপলক্ষে এলাকার মানুষজনের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা লক্ষ্য করা গেছে।

শুক্রবার দুপুরে একটি বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার মাধ্যমে মেলার শুভ সূচনা হয়। শোভাযাত্রা শেষে অতিথিদের উপস্থিতিতে মেলার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়। মঞ্চে প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয় এবং স্বাগত সংগীত পরিবেশনের মাধ্যমে অতিথিদের সাদরে বরণ করা হয়। মেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পূর্ব বর্ধমান জেলা পরিষদের অধ্যক্ষ অপার্থিব ইসলাম। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদের স্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ বিশ্বনাথ রায়, হ্যানিম্যান মিশনের সভাপতি ডাঃ এস. দাস, খণ্ডঘোষ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মীর সফিকুল ইসলাম, পঞ্চায়েত সমিতির কৃষি কর্মাধ্যক্ষ বিদ্যুৎকান্তি মল্লিক, পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ অনাবিল ইসলাম, কৈয়ড় অঞ্চল প্রধান শাজাহান মন্ডল এবং বিশিষ্ট সমাজসেবী মোল্লা সফিকুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে বক্তারা গ্রামীণ ও কৃষি মেলার গুরুত্ব এবং কৃষি ও কৃষকের উন্নয়নে এই মেলার ভূমিকার কথা উল্লেখ করেন। মেলাটি শুধুমাত্র বিনোদনের একটি মাধ্যম নয়, এটি কৃষি প্রযুক্তি, চাষাবাদের আধুনিক পদ্ধতি এবং গ্রামীণ সংস্কৃতির বিকাশে একটি বড় ভূমিকা পালন করে।

এবারের মেলায় বিভিন্ন স্টলে স্থানীয় কৃষিপণ্য, হস্তশিল্প এবং আধুনিক কৃষি সরঞ্জাম প্রদর্শিত হবে। একইসঙ্গে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করা হয়েছে, যা মেলাকে আরও প্রাণবন্ত করে তুলবে।

চার দিনব্যাপী এই মেলা ১৪ই পৌষ পর্যন্ত চলবে বলে জানালেন মেলা কমিটির সম্পাদক শেখ হাকিম ।

ব্যাংকের মধ্যে থেকে পঞ্চাশ হাজার টাকা ছিনতাইয়ের ঘটনায় চাঞ্চল্য

নকিব উদ্দিন গাজী ● কুলপি

আপনজন: ব্যাংকের মধ্যে থাকে টাকা তুলে বেড়ানোর পথে ৫০ হাজার টাকা ছিনতানের ঘটনা,চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকায়। ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা কুলপি থানার অন্তর্গত নিশ্চিন্তপুর একটি রাষ্ট্রআয়ত্ত ব্যাংকে।স্থানীয় সূত্রে জানা যায় কুলপীর বেলপুকুর অঞ্চলের গাজীপাড়া এলাকার বাসিন্দা জেনাহারা বিবি শুক্রবার দিন সকাল বেলা নিশ্চিন্তপুরের এলাকায় একটি ব্যাংকে পঞ্চাশ হাজার টাকা তোলেন এরপরে ব্যাংকের মধ্যে বসে সেই টাকা গুনছিলেন তিনি ,তখনই পাশে বসে থাকা এক যুবক সুযোগ পে সেই টাকা নিয়ে চম্পট দেয়। আর

এই ঘটনায় রীতিমতন চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে ব্যাংকের মধ্যে। ব্যাংকের সিসিটিভি ফুটেছে অভিযুক্তার ছবি ধরা পড়লেও তৎক্ষণাৎ টাকা নিয়ে পালায় অভিযুক্ত। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় কুলপি থানার পুলিশ।এই বিষয়ে কুলপি থানায় একটি লিখিত অভিযোগ করা হয়েছে বলে জানা যায়। অন্যদিকে দিনে দিনের আলোতে এইভাবে ব্যাংকের মধ্যে থেকে টাকা ছিনতাই এর ঘটনা ব্যাংকের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

ওই ব্যাংকের ম্যানেজার তিনি বলেন ব্যাংকের ক্যাশ কাউন্টার থেকে ওই ব্যক্তির টাকা নেওয়ার পরে এই ঘটনা ঘটেছে নিরাপত্তা রক্ষী এই ব্যাংকের নেই বলে তিনি স্বীকারও করেন পাশাপাশি তিনি পুলিশ প্রশাসনকে বিষয়টি জানিয়েছেন তবে ব্যাংকের মধ্যে এমন ঘটনা ঘটলো কিভাবে ব্যাংকের গ্রাহক থেকে স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য আতঙ্কিত এভাবে টাকা ছিনতায়ের ঘটনা কে কেন্দ্র করে।

বেলডাঙা কাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের পাশে দাঁড়াল ওমেন ইন্ডিয়া মুভমেন্ট

নিজস্ব প্রতিবেদক ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: বেলডাঙায় সম্প্রতি সাম্প্রদায়িক হিংসায় সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত মফিজুলের পরিবারকে সাহায্য করতে এগিয়ে এল ওমেন ইন্ডিয়া মুভমেন্ট। ২৫ ডিসেম্বর রাজ্য কমিটির সদস্য মাহফুজা বেগমের নেতৃত্বে সাত সদস্যের প্রতিনিধি দল কাপাসডাঙ্গায় মফিজুলের বাড়ি গিয়ে তার মায়ের হাতে আট হাজার টাকা তুলে দেন। উল্লেখ্য, গত ১৬ নভেম্বর কার্তিক উৎসবের সময় কার্তিক মহারাজের অনুগামী সায়ন হালদারের পুজোর আলোকসজ্জায় অশালীন মন্তব্য লেখাকে কেন্দ্র করে বেলডাঙায় ধর্মীয় সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা তৈরি হয়। এদিন মফিজুলের বাড়ি সাক্ষাতে গিয়ে মাহফুজা বেগম বলেন– বেলডাঙার ঘটনার সেই রাতে কাপাসডাঙ্গার মফিজুল তার মায়ের জন্য বেলডাঙা থেকে ঔষধ

কিনে মোটরসাইকেলে করে বাড়ি ফিরছিলেন। ঘটনাস্থল থেকে কয়েক কিলোমিটার দূরে ঘটনা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ মফিজুলকে হিন্দুত্ববাদী দুষ্কৃতীরা অস্ত্র দিয়ে মারাত্মক ভাবে আক্রমণ করে। মফিজুল কলকাতায় আর আহমেদ ডেন্টাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসা করার পর এখন বাড়িতে। এখনও তিনি খেতে পারেন না। পাইপ দিয়ে তরল খাবার খেয়ে দিন অতিবাহিত করছেন। উইমের এই কাজে সহযোগিতা করেন স্থানীয় "ময়ূরী টেইলারিং স্কুল" এর মেয়েরা। তাঁরা পরিবারের পাশে থাকার আশ্বাস দেন।

প্রথম নজর

নববর্ষে বিশ্বের সবচেয়ে বড় আতশবাজি, ছয়টি গিনেস রেকর্ড ভাঙবে আবুধাবি

আপনজন ডেস্ক: এ বছর বিশ্বের সবচেয়ে বড় আতশবাজির প্রদর্শনী আয়োজন করতে যাচ্ছে সংযুক্ত আরব আমিরাত। রাজধানী আবুধাবিতে এই রেকর্ড আতশবাজির মধ্য দিয়ে বছরটি শেষ করার পরিকল্পনা করছে দেশটি। শেখ জায়েদ ফেস্টিভ্যালে এই প্রদর্শনীর মধ্য দিয়ে ছয়টি গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ড ভাঙার পরিকল্পনা রয়েছে। এই শোটি মোট ৫০ মিনিটের হবে।
এর আগে গত নববর্ষের প্রাক্কালে উৎসবে আতশবাজির প্রদর্শনী ৪০ মিনিট স্থায়ী হয়। সেটি পরিমাণ, সময় এবং গঠনের দিক থেকে তিনটি গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ড ভাঙে। তবে এ বছর ছয়টি গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ড ভাঙার চেষ্টা করছেন তারা, যার মধ্যে রয়েছে- ১. বিশ্বের 'সবচেয়ে বড় ভেন্যুতে' ৫৩ মিনিটেরও বেশি একটানা আতশবাজি। ২. ছয় হাজার ড্রোন ২০ মিনিট ধরে আকাশ আলোকিত করবে। ৩. তিন হাজারের বেশি ড্রোন প্রথমবারের মতো 'বিশ্বের সবচেয়ে বড় বায়বীয় চিত্র' তৈরি করবে। ৪. 'হ্যাপি নিউ ইয়ার' লেখা সবচেয়ে বড় এরিয়াল ডিসপ্লেতে প্রথমবারের মতো তিন হাজার ড্রোন ব্যবহার করা হবে। ৫. সিনক্রোনাইজড মিউজিক শো'য়ের মাধ্যমে নতুন বিশ্ব রেকর্ড গড়বে ৩ হাজার ড্রোন। ৬. বিশ্বে প্রথমবারের মতো পরিমাণ, নকশা এবং সময়কালের দিক থেকে বৃহত্তম এবং সবচেয়ে বেশি আতশবাজি প্রদর্শিত হবে। গালফ নিউজের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, উৎসবটি বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষের জন্য খোলা থাকবে। সেখানে আসন নিতে উত্সবের ওয়েবসাইটে টিকিট নিতে হবে।

চিনে তৈরি হবে বিশ্বের বৃহত্তম জলবিদ্যুৎ বাঁধ

আপনজন ডেস্ক: চীন এবার তিব্বতে বিশ্বের বৃহত্তম জলবিদ্যুৎ বাঁধ নির্মাণের অনুমোদন দিয়েছে, যা তিব্বতের স্থানীয় জনগণের স্থানচ্যুতি এবং ভারত ও বাংলাদেশের পরিবেশে মারাত্মক প্রভাব ফেলতে পারে বলে উদ্বেগ সৃষ্টি হয়েছে। এই বাঁধটি বিশ্বের সবচেয়ে বড় জলবিদ্যুৎ প্লান্ট থ্রি গর্জেস বাঁধের তিন গুণ বেশি শক্তি উৎপাদন করতে সক্ষম, তা যে 'যারলুং সাংপো' নদীর নিম্নাংশে নির্মিত হবে, চীনা রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যম জানিয়েছে। চীন বলছে, এটি একটি নিরাপদ প্রকল্প যা পরিবেশের সুরক্ষাকে অগ্রাধিকার দেবে এবং স্থানীয় সমৃদ্ধি বাড়ানোর পাশাপাশি বেইজিংয়ের জলবায়ু নিরপেক্ষতার লক্ষ্য পূরণে সহায়তা করবে। তবে মানবাধিকার সংস্থা এবং বিশেষজ্ঞরা প্রকল্পটির ফলস্বরূপ স্থানচ্যুতি এবং প্রাকৃতিক পরিবেশের ক্ষতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। এই জলবিদ্যুৎ বাঁধ প্রকল্প প্রথম ২০২০ সালে ঘোষণা করা হয়েছিল এবং এখন এটি বাস্তবায়নের পথে। ধারণা করা হচ্ছে, এই প্রকল্পের জন্য অন্তত চারটি ২০ কিলোমিটার দীর্ঘ সুড়ঙ্গ খনন করতে হবে, যা নদীর প্রবাহ পরিবর্তন করবে। প্রকল্পটি কতজন মানুষকে স্থানান্তরিত করবে, সে বিষয়ে চীনা কর্তৃপক্ষ কোনো তথ্য প্রদান করেনি, যদিও থ্রি গর্জেস বাঁধের জন্য ১৪ লাখ মানুষকে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল। এদিকে, বিশেষজ্ঞরা আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন যে, এই বাঁধ চীনকে ভারত ও বাংলাদেশের ওপর প্রবাহ নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা দেবে, যা ভূরাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে। ২০১৩ সালের একটি প্রতিবেদন বলেছে, "এই নদীগুলোর নিয়ন্ত্রণ চীনকে ভারতের অর্থনীতির ওপর একরকম শ্বাসরোধী ক্ষমতা দেবে"। বিশ্বের গভীরতম ক্যানিয়নের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত এই নদীটির ওপর চীন একাধিক জলবিদ্যুৎ প্রকল্প চালু করেছে এবং এই বাঁধটি তার সবচেয়ে বড় এবং উচ্চাভিলাষী প্রকল্প হবে।প্রকল্পটি ভূমিকম্পপ্রবণ অঞ্চলে অবস্থিত, যেখানে ভূমিধসের ঝুঁকি রয়েছে, যা প্রকল্পের জন্য বড় ধরনের চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়াতে পারে।
প্রকল্পটির সম্ভাব্য খরচ প্রায় এক ট্রিলিয়ন ইউয়ান (১২৭ বিলিয়ন ডলার) হতে পারে।এটি চীনের বৃহত্তম প্রকল্প হতে চলেছে এবং ভবিষ্যতে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ওপর বড় প্রভাব ফেলতে পারে।

ইরাকে গণকবরের সন্ধান, মিলল নারী-শিশুসহ ১০০ জনের দেহাবশেষ

আপনজন ডেস্ক: ইরাকে একটি গণকবরের সন্ধান মিলেছে। তাতে প্রায় ১০০ জনের দেহাবশেষ পাওয়া গেছে। ধারণা করা হচ্ছে, এসব কুর্দি জনগোষ্ঠীর লোকজনের।
শুক্রবার (২৭ ডিসেম্বর) দক্ষিণ ইরাকের মুসান্না প্রদেশের তা'ল আল-শাইখিয়া এলাকায় গণকবরটি পাওয়া গেছে। সেখানে কুর্দি নারী ও শিশুর মরদেহও রয়েছে।
ইরাকের কর্মকর্তারা বলছেন, ১৯৮০-এর দশকে তাদের হত্যা করা হতে পারে। খুব সম্ভবত সাবেক ইরাকি শাসক সাদ্দাম হোসেনের নির্দেশে এ হত্যাকাণ্ড ঘটানো হয়েছে।
গণকবরের তদন্তে নিয়োজিত ইরাকি কর্তৃপক্ষের প্রধান দিয়া করিম বলেন, প্রধান সড়ক থেকে প্রায় ১৫-২০ কিলোমিটার দূরে এর অবস্থান। একটি বিশেষজ্ঞ দল এ মাসের শুরুতে কবরটি খননের কাজ শুরু করে। দেহাবশেষ ফরেনসিক পরীক্ষার জন্য অন্যত্র নেয়া হচ্ছে। এ স্থানে এর আগেও গণকবর পাওয়া গেছে। এটি দ্বিতীয় গণকবর।
তিনি আরো বলেন, 'মাটির প্রথম স্তর অপসারণ করার পর এ গণকবরটি আবিষ্কৃত হয়।
এখানকার লাশগুলো নারী ও শিশুদের। এদের সবার পরনে কুর্দি বাসন্তী পোশাক রয়েছে। এখনো যেহেতু লাশ উত্তোলন চলছে সেহেতু প্রকৃত সংখ্যা আরো বাড়তে পারে।'

শীর্ষ গোয়েন্দার মত: ফ্রান্সে প্রভাব বিস্তার করছে ইসলামপন্থী আন্দোলন, লক্ষ্য 'খিলাফত'

আপনজন ডেস্ক: ইসলামপন্থী আন্দোলন 'মুসলিম ব্রাদারহুড' ফ্রান্সে তাদের প্রভাব বিস্তার করে চলছে। এই আন্দোলনের চূড়ান্ত লক্ষ্য হচ্ছে দেশটিকে শরিয়া আইন দ্বারা পরিচালিত খিলাফতের অংশ করা। ফ্রান্সের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ন্যাশনাল ডিরেক্টরেট ফর টেরিটোরিয়াল ইন্টেলিজেন্সের প্রধান বার্ট্রান্ড চামোলাউড চলতি সপ্তাহে ফরাসি দৈনিক লে মঁদকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে এমনটাই মন্তব্য করেন।
তিনি বলেন, মুসলিম ব্রাদারহুড পরিচালিত মসজিদগুলোতে লাখেরও বেশি মুসল্লি উপস্থিত থাকেন। তারা সহিংসতার পরিবর্তে 'খুব সাবলীল' বক্তৃতার মাধ্যমে তাদের ধারণা ছড়িয়ে দেন।
বার্ট্রান্ড চামোলাউড বিষয়টিকে ভালোভাবে দেখছেন না বলেও জানান। তিনি বলেন, এটি আমাদের উদ্বিগ্ন করে, কারণ তাদের প্রবেশ সমস্ত ক্ষেত্রকে প্রভাবিত করছে।
চামোলাদ বলেন, যখনই একটি মসজিদ বন্ধ করা হয় বা একজন ইমামকে বহিষ্কার করা হয়, তখন ইসলামপন্থীরা 'ইসলামফোবিক রাষ্ট্র' বলে এর নিন্দা করে।
তিনি উদাহরণ হিসেবে কালেক্টিভ এগেইনস্ট ইসলামোফোবিয়া ইন ফ্রান্স বা 'ফ্রান্সে ইসলামোফোবিয়ার বিরুদ্ধে যৌথ' নামক আন্দোলনের কথা উল্লেখ করেন। এটি ২০০৩ সালে মুসলমানদের প্রতি বৈষম্যের বিরুদ্ধে লড়াই করার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।
২০২০ সালে বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া আন্দোলনটি 'ইসলামোফোবিয়া' শব্দ ব্যবহারের কারণে ফ্রান্সে বারবার সমালোচিত হয়। তাদের সঙ্গে 'ইসলামপন্থী যোগসাজশ' রয়েছে বলে সন্দেহ করা হয়।
দ্য সোসাইটি অফ দ্য মুসলিম ব্রাদার্স, মুসলিম ব্রাদারহুড নামে বেশি পরিচিত। এটি একটি বহুজাতিক সুন্নি ইসলামপন্থী সংগঠন। ১৯২৮ সালে মিশরে একজন ইসলামিক পণ্ডিত এটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এটি সমাজের সকল ক্ষেত্রে ইসলামী আইন প্রয়োগকে সমর্থন করে।
ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ সাম্প্রতিক বছরগুলোতে দেশটিতে মুসলিম প্রতিষ্ঠানগুলোর ওপর বিদেশি প্রভাব সীমিত করার পদক্ষেপ নিয়েছে। দেশটির পরিসংখ্যান সংস্থার তথ্য অনুযায়ী, প্রায় ৭০ লাখ মুসলমানের বসবাস ফ্রান্সে, যা মোট জনসংখ্যার প্রায় ১০ শতাংশ। ক্যাথলিক ধর্মের পরে ইসলাম দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম ধর্ম।

চীন ও জাপানের মধ্যে ১০ চুক্তি স্বাক্ষর

আপনজন ডেস্ক: এশিয়ার প্রভাবশালী দুই দেশ চীন ও জাপান নিজেদের জনগণ ও সাংস্কৃতিক বিনিময়ের উন্নয়নে ১০টি গুরুত্বপূর্ণ চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। গত বুধবার (২৫ ডিসেম্বর) চীনের রাজধানী বেইজিংয়ে চীন-জাপানের জনগণ ও সাংস্কৃতিক বিনিময় বিষয়ে উচ্চপর্যায়ের দ্বিতীয় পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় চীনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ওয়াং ই এবং জাপানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী তাকেশি ইওয়ায়া উপস্থিত ছিলেন। স্বাক্ষরিত চুক্তিগুলোর মধ্যে রয়েছে যুব বিনিময় এবং শিক্ষা সফর বাড়ানো, শিক্ষাক্ষেত্রে সহযোগিতা জোরদার করা এবং বিদ্যালয় ও উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন। এ ছাড়া পর্যটন শিল্পের প্রসার ঘটাতে সহজতর ব্যবস্থা গ্রহণ এবং শহরের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বৃদ্ধির পরিকল্পনা করা হয়েছে। খেলাধুলা, সংস্কৃতি, বিনোদন, গণমাধ্যম, এবং গবেষণা ক্ষেত্রেও উভয় দেশ সহযোগিতা আরও শক্তিশালী করার বিষয়ে একমত হয়েছে। নারীদের উন্নয়নে অভিজ্ঞতা বিনিময় এবং ২০২৫ সালে জাপানের ওসাকায় অনুষ্ঠিতব্য বিশ্ব মেলাকে বন্ধুত্বের মঞ্চ হিসেবে প্রতিষ্ঠার বিষয়েও চুক্তি হয়।

হাজার হাজার মানুষকে মৃত্যুদণ্ড, সিরিয়ায় প্রাক্তন বিচারপতি গ্রেফতার

আপনজন ডেস্ক: সিরিয়ায় মোহাম্মদ কানজো হাসান নামে এক সাবেক বিচারপতিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। দাবি করা হচ্ছে, দেশটির সাবেক প্রেসিডেন্ট বাশার আসাদের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিলো। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ, এক মিনিটেরও কম সময়ে বিচার প্রক্রিয়া শেষ করে দিতেন তিনি। ওই সময়ের মধ্যেই তিনি মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দিয়ে দিতেন। এভাবে সামরিক বিচারালয়ে হাজার হাজার বিদ্রোহীদের মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন। এছাড়াও তিনি যেসব বন্দিদের মৃত্যুদণ্ড দেননি তাদের স্বজনদের কাছ থেকে ১৫০ মিলিয়ন ডলারেরও বেশি টাকা নিয়েছেন। সিরিয়ার মানবাধিকার কমিশন বলছে, সাবেক বিচারপতি মোহাম্মদ কানজো হাসানকে টারটাস অঞ্চল থেকে গ্রেফতা করা হয়। ওই বিচারপতির সঙ্গে আরও ২০ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তারা ওই বিচারপতির সহযোগী বলে জানানো হয়েছে। সিরিয়া ওয়ার মনিটার সংস্থা জানিয়েছে, সিরিয়ার সাবেক প্রেসিডেন্ট বাশার আসাদের সরকারের আমলে হাজার হাজার বিরোধীদের গ্রেফতার করা হয় এবং তাদের জেলে আটক রেখে নির্মন নির্যাতন করা হয়। বহু মানুষকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়। নতুন সরকার এসে সাবেক আমলের হত্যাকারীদের আটক করতে শুরু করেছে। সিরিয়ার অন্যতম কুখ্যাত জেলের নাম সিডনায়া। নির্যাতন, বিচার-বহির্ভূত হত্যার জন্য পরিচিত এই কুখ্যাত জেল ছিল আসাদের তৈরি। এখানেই বিদ্রোহাদের ঢুকিয়ে নির্যাতন চালানো হতো। রাজধানী দামেস্ক থেকে ৩৫ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত এই জেল। ২০১১ সাল থেকে এই জেলে অন্তত ৩০ হাজার মানুষকে বন্দি করা হয়েছে বলে বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য। তার মধ্যে মাত্র ছয় হাজার ব্যক্তি পরে ছাড়া পেয়েছেন। অধিকাংশ মানুষ এখনও নিখোঁজ। ২০১১ থেকে ২০১৪ পর্যন্ত সিরিয়ার মিলিটারি ফিল্ড কোর্ট বা সেনা আদালতের প্রধান ছিলেন কানজো। ২০১১ সালেই সিরিয়ায় গৃহযুদ্ধ শুরু হয়। এরপর গোটা সিরিয়ার সেনা আদালতের প্রধান হিসেবে পদন্নোতি হয় তার। অভিযোগ এই সময়ে, এক মিনিটেরও কম সময়ে বিচার প্রক্রিয়া শেষ করে দিতেন কানজো। ওই সময়ের মধ্যেই তিনি মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দিয়ে দিতেন। অর্থাৎ, কার্যত বিনা বিচারে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হতো বিদ্রোহীদের।

ইয়েমেনে বিমানবন্দরে হামলা, অল্পের জন্য বেঁচে গেলেন ডব্লিউএইচও প্রধান

আপনজন ডেস্ক: ইয়েমেনের রাজধানী সানায় বিমানবন্দরে ইসরায়েলি বোমা হামলায় অন্তত দু'জন নিহত হয়েছেন। তবে এই হামলায় অল্পের জন্য বেঁচে গেছেন বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (ডব্লিউএইচও) প্রধান তেদরস আধানম গেব্রেয়াসুস। তাকে বহনকারী উড়োজাহাজের একজন ক্রু আহত হয়েছেন।
ইসরায়েলের হামলার পর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে এসব তথ্য জানিয়ে ডব্লিউএইচও প্রধান নিজেই এক পোস্টে বলেন, ইসরায়েলের হামলায় আমাদের উড়োজাহাজের একজন ক্রু সদস্য আহত হয়েছেন। বিমানবন্দরে অন্তত দুজন নিহত হয়েছেন। বিমানবন্দরে অবস্থান করা জাতিসংঘের অন্যান্য সদস্যরাও নিরাপদে আছেন। তবে তাদের যাত্রায় বিলম্ব হয়েছে।
হামলার বর্ণনা দিয়ে তেদরস আধানম গেব্রেয়াসুস বলেন, এখানে আমাদের কাজ শেষ হয়েছে। আমরা বিমানবন্দর থেকে উড়োজাহাজে উঠতে যাচ্ছি তখন সেখানে হামলার ঘটনা ঘটে। এতে বিমানবন্দরের উড়োজাহাজ নিয়ন্ত্রণ টাওয়ার, রানওয়েসহ কয়েকটি অবকাঠামো ক্ষতিগ্রস্ত হয়।
বৃহস্পতিবার ইয়েমেনে জাতিসংঘের যেসব কর্মকর্তা বন্দি রয়েছেন তাদের মুক্তির জন্য দেশটিতে গিয়েছিলেন ডব্লিউএইচও প্রধান। তার আরেকটি উদ্দেশ্য ছিল যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশটির স্বাস্থ্যগত ও মানবিক অবস্থার মূল্যায়ন।
হামলার এক প্রত্যক্ষদর্শী বলেন, বিমানবন্দরে ছয়টির বেশি হামলা চালানো হয়েছে। হামলার শিকার হয়েছে পাশের আল-দাইলামি বিমানঘাঁটিও। ইয়েমেনের রাজধানী সানা বর্তমানে হুতিদের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। ইয়েমেনের হুতি বিদ্রোহীরা ইসরায়েলে হামলা চালানোর এক দিন পরই পাল্টা এই হামলা

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

নেতানিয়াহুর স্ত্রীর বিরুদ্ধে তদন্তের নির্দেশ

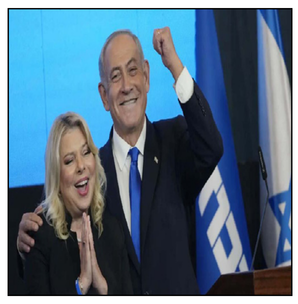

আপনজন ডেস্ক: ইসরাইলের অ্যাটর্নি জেনারেল গালি বাহারভ-মিয়ারা দেশটির প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর স্ত্রী সারা নেতানিয়াহুর বিরুদ্ধে তদন্ত পরিচালনার নির্দেশ দিয়েছেন। শুক্রবার এ তথ্য জানিয়েছে সিএনএন। এক সংবাদ প্রতিবেদনে বেনিয়ামিন 'বিবি' নেতানিয়াহুর প্রতিপক্ষদের হেনস্তা করেছেন সারা, এমন অভিযোগ আসার পর অ্যাটর্নি জেনারেল এ নির্দেশ দেন। বৃহস্পতিবার দেওয়া এক বিবৃতিতে বাহারভ বলেন, সাক্ষীদের হেনস্তা করা ও আইনি প্রক্রিয়ায় বাধা সৃষ্টির দায়ে সারার বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু করা উচিত। গত সপ্তাহে ইসরাইলি টিভি অনুষ্ঠান উদভা শোতে (চ্যানেল ১২ তে প্রচারিত) এসব অভিযোগ আনা হয়। এরপরই এলো অ্যাটর্নি জেনারেলের এ নির্দেশ। চ্যানেল ১২ এর অনুসন্ধানী টিভি প্রতিবেদনে অভিযোগ করা হয়, সারা তার স্বামীর বিরুদ্ধে চলমান ফৌজদারি মামলার এক সাক্ষীকে ভয়ভীতি প্রদর্শন করেছেন। প্রতিবেদনে আরও দাবি করা হয়, তিনি (সারা) পরোক্ষভাবে অ্যাটর্নি জেনারেল ও তার সহকারীকে হেনস্তা করেছেন। এ তদন্তের নির্দেশ আসার কয়েক ঘণ্টা আগে এক ভিডিও বার্তায় নেতানিয়াহু চ্যানেল ১২ এর প্রতিবেদনকে 'পক্ষপাতদুষ্ট' ও 'মিথ্যা প্রচারণা' বলে অভিহিত করেন এবং দাবি করেন, তার স্ত্রী নির্দোষ। তিনি বলেন, চ্যানেল ১২ ও অন্যান্য উসকানিমূলক চ্যানেলগুলোর উচিত বামপন্থি শিবির নিয়ে অনুসন্ধান চালানো। কিন্তু আপনাদের সেরকম আশা করার কোনো কারণ নেই। এরকম কিছুই ঘটবে না। ইসরাইলের বিচারবিষয়ক মন্ত্রী ইয়ারিভ লেভিন অ্যাটর্নি জেনারেলের নির্দেশের সমালোচনা করেন। তিনি এই ঘটনাকে 'কুৎসিত' ও 'বিশেষ উদ্দেশ্য হাসিলে আইনের উগ্রবাদী প্রয়োগ' হিসেবে অভিহিত করেন।
কট্টর ডানপন্থি জাতীয়তাবাদী নেতা ও প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইতামার বেন-গিরও অ্যাটর্নি জেনারেলের সমালোচনা করেন। তিনি বাহারভ-মিয়ারাকে সরিয়ে দেওয়ার দাবি করেন। ২০২০ সালে নেতানিয়াহুর বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগে ফৌজদারি মামলার কার্যক্রম শুরু হয়। এর মাধ্যমে তিনিই প্রথম ক্ষমতাসীন ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ফৌজদারি মামলায় অভিযুক্ত হন। তার বিরুদ্ধে প্রতারণা, বিশ্বাসভঙ্গ ও ঘুষ দেওয়া-নেওয়ার অভিযোগ আনা হয়েছে। তিনি সব অপরাধ নাকচ করেছেন।

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৪.৪৯মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৫.০৬মি.

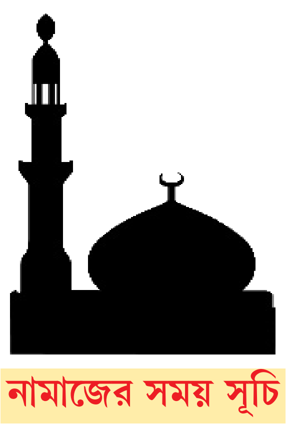

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৪.৪৯	৬.১৫
যোহর	১১.৪৩	
আসর	৩.২৫	
মাগরিব	৫.০৬	
এশা	৬.২০	
তাহাজ্জুদ	১০.৫৮	

নরওয়েতে বাস দুর্ঘটনা, নিহত ৩

আপনজন ডেস্ক: ইউরোপের দেশ নরওয়ের উত্তর-পশ্চিম উপকূলের হাদসেল জেলায় ভয়াবহ বাস দুর্ঘটনায় অন্তত তিনজন নিহত এবং চারজন গুরুতর আহত হয়েছেন। বৃহস্পতিবার (২৬ ডিসেম্বর) স্থানীয় সময় দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে এ দুর্ঘটনা ঘটে বলে জানিয়েছে দেশটির পুলিশ।
সংবাদমাধ্যম বিবিসির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বাসটি সড়ক থেকে ছিটকে আসভাটনেট হ্রদের মধ্যে গিয়ে আংশিকভাবে ডুবে যায়। বাসটিতে মোট ৫৮ জন যাত্রী ছিল, যাদের মধ্যে বেশিরভাগই বিদেশি নাগরিক বলে পুলিশ জানিয়েছে।

জাপানে বয়স্ক জনসংখ্যা ও প্রতিরক্ষা খাতে রেকর্ড বাজেট অনুমোদন

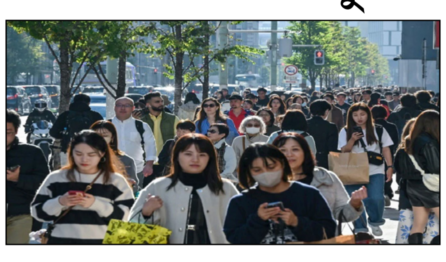

আপনজন ডেস্ক: আগামী অর্থবছরের বাজেট রেকর্ড ১১৫.৫ ট্রিলিয়ন ইয়েন (৭৩০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার) বরাদ্দ অনুমোদন করেছে জাপান সরকার। যেখানে দেশটি আঞ্চলিক হুমকি মোকাবেলায় সামাজিক কল্যাণ, জনসংখ্যার বয়স বাড়ার সাথে সাথে প্রতিরক্ষা খাতে ব্যয় বাড়িয়েছে।
শুক্রবার এই রেকর্ড পরিমাণ বাজেট অনুমোদন করেছে জাপান সরকার।
প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের উদ্ধৃতি দিয়ে টোকিও থেকে এএফপি জানায়, জাপান দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বর্তমানে 'সবচেয়ে কঠিন ও জটিল নিরাপত্তা পরিবেশ' মোকাবেলা করছে। এর আগে প্রধানমন্ত্রী শিগেরু ইশিবাও অনুরূপ সতর্কতা উচ্চারণ করেন।
জাপানের যুদ্ধোত্তর শান্তিবাদী সংবিধান রয়েছে। যা তার সামরিক ক্ষমতাকে স্পষ্টতই প্রতিরক্ষামূলক পদক্ষেপে সীমাবদ্ধ করে। তবে এটি ২০২২ সালে মূল নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষা নীতিগুলি আপডেট করেছে।

উত্তর কোরিয়ার ১৫ আইটি কর্মীকে দক্ষিণ কোরিয়ার নিষেধাজ্ঞা

আপনজন ডেস্ক: ভিনদেশে তথ্যপ্রযুক্তি খাতে চাকরির ছদ্মবেশে ক্রিপ্টোকারেন্সি চুরি, হ্যাকিং ও সাইবার হামলাসহ বিভিন্ন অভিযোগে উত্তর কোরিয়ার ১৫ নাগরিক ও একটি প্রতিষ্ঠানের ওপর নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে দক্ষিণ কোরিয়া। উত্তর কোরিয়ার পরমাণু ও ক্ষেপণাস্ত্র কর্মসূচিতে অর্থায়নের জন্য তারা এসব কাজ করছেন বলে অভিযোগ সিউলের।
বৃহস্পতিবার দক্ষিণ কোরিয়ার পেনিনসুলা পলিসি ব্যুরোর একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, পরিচয় গোপন করে এই ব্যক্তিরা চীন, রাশিয়া, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, আফ্রিকার বেশ কিছু দেশে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের মতো শাসন-সংশ্লিষ্ট সংস্থায় কর্মচারী হিসেবে চাকরি নিয়েছে। এ ছাড়া বিশ্বজুড়ে প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠানগুলোতে চাকরি নিয়ে তথ্য চুরি, অর্থ জালিয়াতি এমনকি সাইবার হামলার মতো ঘটনা ঘটিয়েছে।
দক্ষিণ কোরিয়ার কর্মকর্তারা বলছেন, অভিযুক্তরা উত্তর কোরিয়ার ব্যুরো ৩১৩-এর অধীনে কাজ করছে। এটি পিয়ংইয়ংয়ের অস্ত্র উৎপাদন, গবেষণা ও উন্নয়ন এবং ক্ষেপণাস্ত্র কর্মসূচি তদারকি করে। তবে এ সংস্থার বিরুদ্ধে গুপ্তচরবৃত্তি, বৈশ্বিক সাইবার আক্রমণ, ক্রিপ্টোকারেন্সি চুরি এবং অন্যান্য ডিজিটাল সম্পদ হ্যাকিংয়ের অভিযোগ রয়েছে।

আপনজন
ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর
১৯ বর্ষ, ৩৫১ সংখ্যা, ১২ পৌষ ১৪৩১, ২৫ জমাদিউস সানি, ১৪৪৬ হিজরি

বিশ্লেষণ করো নিজেকে

পৃথিবীর প্রাতঃস্মরণীয় মনীষীরা যুগে যুগে বলিয়া গিয়াছেন–নির্বোধ থাকিয়ো না। চিন্তা করো। নিজের ভিতরে খুঁড়িয়া দেখো–কে তুমি? বিশ্লেষণ করো নিজেকে। মূলে যাও, উৎস যাও। পরিস্থিতির ওজন না বুঝিয়া যাহা খুশি বলিয়ো না। যাহা কিছু চাহিয়ো না। চিন্তা করো। ভাবো, আরও আরও ভাবো। গভীরভাবে আত্মবিশ্লেষণ করো।

পরিস্থিতিকে সন্ধিবিচ্ছেদ করো। বুঝিয়া দেখো–যাহা চাহিতেছ, তাহা কেন চাহিতেছ? কেবল চাহিতে হইবে বলিয়া কি চাহিতেছ? যাহা করিতেছ, তাহা কি ঠিক করিতেছ?

এই সকল প্রশ্নের উত্তর খুঁজিয়া তাহার পর পদক্ষেপ ফেলো। নইলে পদচ্যুতি ঘটিবে, পতন ঘটিবে। গর্তে পড়িবার পূর্বে বরং ভাবিয়া করিয়ো কাজ, করিয়া ভাবিয়ো না।

ইহা অতি সহজ কথা। আবার ইহাই অতি কঠিন কথা। অগ্রপশ্চাৎ না ভাবিয়া হয়তো পাইপলাইনে থাকিবার জন্য লম্ফ দিয়া পাইপের মধ্যে অনেকে ঢুকিয়া পড়িতে চাহেন। কিন্তু প্রয়োজন না থাকিলেও যদি কেহ পাইপলাইনে ঢুকিয়া পড়েন, তবে তিনি সেই পাইপলাইনে জ্যাম তৈরি করেন। সমস্যা তৈরি করেন।

বিশৃঙ্খলা তৈরি করেন। সুতরাং মনীষীদের কথা নিভৃতে চোখ বন্ধ করিয়া ভাবিয়া দেখিতে হইবে। বারবার ভাবিয়া দেখিতে হইবে। কেন মনীষীরা বলিয়াছেন নিজেকে বিশ্লেষণ করিতে? কেন নিজের ওজন বুঝিয়া লইতে বলিয়াছেন? কেন বলিয়াছেন–ভাবো, গভীরভাবে আত্মবিশ্লেষণ করো? কেন কেন কেন? কারণ, চিন্তা না করিতে পারিলে, নিজেকে এবং নিজের ওজন না জানিতে পারিলে বিপদে পড়িতেই হইবে। সুতরাং বিপদে যাহাতে না পড়িতে হয়, সেই জন্যই চিন্তা করিয়া পা ফেলিতে হইবে। সেই জন্যই কোনো কাজ করিবার পূর্বে গভীরভাবে ভাবিতে হইবে।

কিন্তু সকলের কি ভাবিবার ক্ষমতা থাকে? থাকে না। আসলে বেশির ভাগ মানুষই খুব বেশি 'চিন্তা' করিবার ধীশক্তি রাখেই না। নিজেকে নিজে প্রশ্ন করিবার যোগ্যতা রহিয়াছে খুব কম মানুষের। এই জন্যই দার্শনিক ভলতেয়ার বলিয়াছেন–'একজন মানুষকে উত্তরের চাইতে তাহার প্রশ্ন দ্বারা বিচার করো।'

কারণ প্রশ্ন করিতে হইলে চিন্তাভাবনা করিতে হয়। চিন্তাভাবনা করা তো এত সহজ নহে। সেই পরিসংখ্যান তুলিয়া ধরিয়াছেন বিজ্ঞানী টমাস আলভা এডিসন। তিনি মনে করিতেন–'৫ শতাংশ মানুষ চিন্তা করিতে পারেন। ১০ শতাংশ মানুষ মনে করেন যে, তাহারা চিন্তাভাবনা করিবার ক্ষমতা রাখেন।

অন্যদিকে ৮৫ শতাংশ মানুষ যেন পণ করিয়াছে তাহারা বরং মারা যাইবেন তবু কষ্ট করিয়া চিন্তাভাবনার ধার ধারিবেন না।' সম্ভবত এই সিংহভাগ মানুষের মনের কথা পড়িতে পারিয়াছিলেন খ্রিষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর চীনা দার্শনিক লাইওস। তিনি বলিয়াছেন–'অত চিন্তাভাবনার কী আছে? চিন্তা বন্ধ করুন, দেখিবেন আপনার সমস্যাগুলিও উধাও হইয়া গিয়াছে।' কথাটি তিনি ব্যঙ্গার্থে বলিয়াছিলেন।

কারণ আমরা 'চিন্তা' করিতে পারি বলেই আমাদের অস্তিত্ব আছে। সুতরাং–চিন্তা না করিতে পারিলে নিজের অস্তিত্ব লইয়াই টানাটানি পড়িবে।

কিন্তু যাহারা টমাস আলভা এডিসনের ভাবনা অনুযায়ী চিন্তা করিতেই ভয় পায়–তাহাদের কী হইবে? তাহারা আসলে অবোধ শিশু। যেই শিশু জানে না–আগুনের শিখায় হাত দিলে হাত পুড়িবে–সে তো আগুনের উজ্জ্বল জ্যোতি দেখিয়া তাহা ধরিতে ব্যাকুল হইবেই। হাত না পোড়া পর্যন্ত সেই শিশুকে কিছুতেই সেই আগুনের আকর্ষণ হইতে রোখা যাইবে না।

আবার কেহ কেহ আছেন যাহারা অভ্যাস-দোষে আক্রান্ত। সেই যে প্রবাদে বলা হইয়াছে–'অভ্যাস দোষ না ছাড়ে চোরে,/ শূন্য ভিটায় মাটি খোঁড়ে।' সুতরাং নিজেকে চিনিতে হইবে। বুঝিতে হইবে নিজের ওজন। আত্মবিশ্লেষণ করিয়া দূর করিতে হইবে অভ্যাস-দোষ। কাজ করিতে হইবে বুঝিয়া এবং ভাবিয়া। না বুঝিয়া পা ফেলিলে কখনো না কখনো পদচ্যুতি ঘটিবেই।

•••••••••••••

ভারতের অর্থনীতিকে খাদের কিনারা থেকে তুলে এনেছিলেন মনমোহন

বিরোধীরা তাঁর নাম দিয়েছিল 'মৌনমোহন'। কারণ, তিনি প্রয়োজনের অতিরিক্ত কথা বলতেন না। নীতিপঙ্গুত্বের অভিযোগে বিরোধীরা তাঁকে কাঠগড়ায় তুলতেও ছাড়েনি। ভাবমূর্তিতে দুর্নীতির কালি ছিটাতেও তারা দ্বিধাগ্রস্ত হয়নি। রাজনীতির ভাষায় প্রতিবাদ করতে তিনি জানতেন না। তাই অপবাদের প্রত্যুত্তর দিতে পারেননি। শুধু বলেছিলেন, 'আশা করি ইতিহাস আমাকে অন্যভাবে মনে রাখবে। আমার প্রতি সদয় হবে।' লিখেছেন **সৌম্য বন্দ্যোপাধ্যায়..**

বিরোধীরা তাঁর নাম দিয়েছিল 'মৌনমোহন'। কারণ, তিনি প্রয়োজনের অতিরিক্ত কথা বলতেন না। নীতিপঙ্গুত্বের অভিযোগে বিরোধীরা তাঁকে কাঠগড়ায় তুলতেও ছাড়েনি। ভাবমূর্তিতে দুর্নীতির কালি ছিটাতেও তারা দ্বিধাগ্রস্ত হয়নি। রাজনীতির ভাষায় প্রতিবাদ করতে তিনি জানতেন না। তাই অপবাদের প্রত্যুত্তর দিতে পারেননি। শুধু বলেছিলেন, 'আশা করি ইতিহাস আমাকে অন্যভাবে মনে রাখবে। আমার প্রতি সদয় হবে।'

মনমোহন সিংয়ের প্রয়াণের পর সেই সমালোচকেরাও আজ স্বীকার করছেন, আধুনিক ভারতের অর্থনৈতিক উদারীকরণের জনক তিনিই। ভারত আজ বৈশ্বিক অর্থনীতিতে যেটুকু সম্ভ্রম আদায় করতে পেরেছে, তার কৃতিত্ব মনমোহন সিংকেই দিতে হবে। হয়তো সেই সঙ্গে নিভৃতে এ কথাও স্বীকার করছেন, তাঁর দ্বিতীয় দফার শাসনকালে প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংয়ের বিরুদ্ধে দুর্নীতির পাহাড় প্রমাণ অভিযোগ আনাটাও ছিল ভুল। কয়লাখনি বণ্টন কেলেঙ্কারি, টু জি স্পেকট্রাম বা কমনওয়েলথ কেলেঙ্কারির অভিযোগের তিরে তাঁকে বিদ্ধ করার চেষ্টা হলেও কোনো তদন্তই তাঁকে দোষী ঠাওরাতে পারেনি। সবচেয়ে বড় কথা, তিনি যে দুর্নীতিতে ডুবে থাকতে পারেন, জনগণ সে কথা বিশ্বাস করতে চায়নি।

নিজের প্রতি সেই বিশ্বাস মনমোহনের ছিল বলেই অভিযোগ ও রাজনৈতিক দুশমনির জবাবে ২০১৪ সালের জানুয়ারিতে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শেষ সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেছিলেন, 'সংবাদমাধ্যম ও বিরোধীরা আমার প্রতি নির্দয় হলেও আমার বিশ্বাস, ইতিহাস ততটা নির্দয় হবে না। আশা করি ইতিহাস আমাকে অন্যভাবে মনে রাখবে। আমার প্রতি সদয় হবে।'

নিজের প্রতি ধারণা বা নিজেকে নিজের মূল্যায়নে মনমোহন ভুল করেননি। দেশবাসী তাঁকে স্বচ্ছ, ভদ্র, নম্র, মৃদুভাষী অথচ লক্ষ্য অর্জনে ইস্পাতকঠিন দৃঢ়তার জন্যই মনে রেখেছে। মৃত্যুর পরে তা আরও বেশি করে প্রমাণিত। রাজনীতির ঊর্ধ্বে ওঠা তিনিই এ দেশের শেষ প্রকৃত রাষ্ট্রনায়ক। অথচ বাবার কথা শুনে চললে অর্থনীতিবিদ নয়, মনমোহন সিংয়ের পরিচিতি হতো চিকিৎসক হিসেবে। বাবা গুরমুখ সিং কোহলি চেয়েছিলেন স্কুল শেষ করে ছেলে চিকিৎসায় পড়ুক। বাবার ইচ্ছাকে মর্যাদা দিতে মনমোহন মেডিকেল কলেজে ভর্তিও হন। মনমোহন–কন্যা দামন সিং তাঁর লেখা 'স্ট্রিক্টলি পার্সোনাল: মনমোহন অ্যান্ড গুরশরণ' বইয়ে এই কথা জানিয়ে লিখেছেন, বাবার কথায় মেডিকেলে ভর্তি হলেও তিনি খুশি ছিলেন না। অর্থনীতি তখন তাঁকে টানছে। মাস কয়েকের মধ্যেই মেডিকেলে পড়া ছেড়ে দেন মনমোহন।

অমৃতসর হিন্দু কলেজে অর্থনীতিতে ভর্তি হন। সেখান থেকে স্নাতক হয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি নেন পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। তারপর সাগর পাড়ি। অক্সফোর্ড ও কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চতর শিক্ষালাভের পর দেশে ফিরে প্রথমে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়, তারপর দিল্লি স্কুল অব ইকোনমিকসে অধ্যাপনা করেন। ১৯৬৬ থেকে ১৯৬৯, তিন বছর জাতিসংঘে কাটিয়ে দেশে ফিরে ১৯৭২ সালে যোগ দেন ভারত সরকারে, শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা হিসেবে।

চার বছর (১৯৭২-৭৬) ভারত সরকারের মুখ্য অর্থনৈতিক উপদেষ্টা, ১৯৮২-৮৫ রিজার্ভ ব্যাংকের গভর্নর ও ১৯৮৫-৮৭ যোজনা কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যান ছিলেন মনমোহন।

এরপরই তাঁর রাজনীতিতে প্রবেশ একেবারে আচমকাই। সেই কাহিনিও চমকপ্রদ। ১৯৯১ সালের জুন। নেদারল্যান্ডসে এক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে যোগ দিয়ে দিল্লি ফিরেছেন ইউনিভার্সিটি গ্রান্টস কমিশনের (ইউজিসি) চেয়ারম্যান মনমোহন সিং। দীর্ঘ যাত্রার ক্লান্তি ঘোচাতে শুয়ে পড়েছেন। গভীর রাতে ফোন বাজল। ধরলেন মনমোহনের কন্যার স্বামী বিজয় তনখা। ফোনের ওপারে প্রধানমন্ত্রী নরসিমা রাওয়ের অতি ঘনিষ্ঠ আমলা পি সি আলেকজান্ডার। বললেন, ঘুমিয়ে পড়লেও বাবাকে জাগাতে হবে। প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ।

নির্দেশ সত্ত্বেও বিশেষ গুরুত্ব দেননি মনমোহন। দিনটি ছিল ২১ জুন। সকালে যথারীতি ইউজিসি অফিসে গেছেন। কিন্তু তড়িঘড়ি তাঁকে ফিরে আসতে হয় বাড়িতে। প্রধানমন্ত্রী তাঁকে দেশের অর্থ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব দিতে চান। রাষ্ট্রপতি ভবনে শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে মনমোহন সিংকে দেখে সবাই তাজ্জব। কন্যা দামন সিং লিখেছেন, রাষ্ট্রপতি ভবনে যাওয়ার আগেই বাবাকে নতুন দায়িত্বের কথা জানিয়ে ছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরসিমা রাওই। যদিও তা ঘোষিত হয়নি।

সেই সময়কার ভারতীয় অর্থনীতি ছিল শঙ্কাজনক। আগের প্রধানমন্ত্রী চন্দ্রশেখর ২ দশমিক ২ বিলিয়ন ডলার ঋণ নিয়েছিলেন আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিল (আইএমএফ) থেকে দেশের সোনা গচ্ছিত রেখে। বিদেশি মুদ্রার সঞ্চয় তলানিতে। ভাঁড়ারে মাত্র ১ দশমিক ২ বিলিয়ন ডলার, সেই সময়কার হিসেবে মাত্র আড়াই হাজার কোটি ডলার, যা দিয়ে বড়জোর দুই সপ্তাহের প্রয়োজনীয় আমদানি বিল মেটানো যায়। জলের মতো বিদেশি মুদ্রা বেরিয়ে যাচ্ছে। চড়চড় করে বেড়ে মুদ্রাস্ফীতি দুই অঙ্ক ছাড়িয়ে গেছে। মূল্যবৃদ্ধিও লাগামছাড়া। বৈশ্বিক ব্যাংকগুলো ভারতকে ঋণ দিতে অস্বীকার করছে। অর্থনীতি চুরচুর করে ভেঙে পড়ছে।

দেশের অর্থনীতির হাল কেমন, মনমোহন সিংয়ের তা জানা ছিল। সমস্যার মতো সমাধানের রাস্তাও ছিল জানা। কালক্ষেপণ না করে তাই তিনি কাজে নামতে দেরি করেননি। রিজার্ভ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর তখন সি রঙ্গরাজন। তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করে কয়েক দিনের ব্যবধানে দুই খেপে প্রথমেই তিনি ডলারের বিপরীতে রুপির অবমূল্যায়ন করেন। ঘোষিত হয় নতুন শিল্পনীতি। তুলে নেওয়া হয় রপ্তানি নিষেধাজ্ঞা। এ ক্ষেত্রে তিনি সহায়তা পান বাণিজ্যমন্ত্রী পি চিদাম্বরমের। পরের মাসেই পেশ করেন তাঁর প্রথম বাজেট।

লাইসেন্স পারমিট রাজের দিন শেষ করে দেশের অর্থনীতিকে উন্মুক্ত করার সেই শুরু।

দেশ দেখল, মাত্র ১৮টি ক্ষেত্র ছাড়া সর্বত্র শিল্পে লাইসেন্স প্রথা তুলে দেওয়া হলো। মোট ৩৪ শিল্পে বিদেশি প্রত্যক্ষ বিনিয়োগের অনুমোদিত হলো। বহু ক্ষেত্রে সরকারি সংস্থার একচেটিয়া অধিকার খর্ব হলো। রুগ্‌ণ সরকারি সংস্থা থেকে ক্রমেই হাত গুটিয়ে নেওয়ার পর্ব শুরু হলো। হাত দিলেন ব্যাংকিং নীতি সংস্কারে। খুলে দেওয়া হলো বেসরকারি ব্যাংকের দরজা।

ভারতীয় স্টক মার্কেটে বিদেশি লগ্নির দরজা খুলে দেওয়া হলো। শুরু হলো মিউচুয়াল ফান্ড। সরকারি সংস্থার পাশাপাশি বেসরকারি সংস্থারও। শেয়ারবাজার নিয়ন্ত্রক 'সেবি'র হাতে দেওয়া হলো আরও ক্ষমতা। ক্রমেই ঘুরে দাঁড়াতে থাকল অর্থনীতি।

প্রতিযোগিতা ক্রমেই বাড়িয়ে তুলতে থাকে দক্ষতা। এতে অবশ্যই অখুশি হয়েছিলেন তাঁরা, এতকাল যাঁরা সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা ও দাক্ষিণ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য চালাচ্ছিলেন। ভারতীয় অর্থনীতিতে যাঁদের পরিচিতি ছিল 'বম্বে ক্লাব' সদস্য বলে। কিন্তু নরসিমা রাওয়ের সমর্থনে মনমোহন সিং সব বাধা কাটিয়ে এগিয়েছিলেন।

মনমোহন যখন অর্থমন্ত্রী হন, তখন ভারতের বৈদেশিক মুদ্রার ভান্ডারে ছিল মাত্র ১০০ কোটি ২০ লাখ ডলার। দুই বছরে তা বেড়ে হয় ১ হাজার কোটি ডলার।

মনমোহন সিংয়ের ওপর অর্থনৈতিক দায়িত্ব সঁপে নরসিমা রাও যেমন ভুল করেননি, তেমনই সঠিক কান্ডারি বেছে নিতে কুণ্ঠিত হননি সোনিয়া গান্ধীও। কংগ্রেস দল ও তাঁর নির্বাচনী শরিকদের সবাই যখন ২০০৪ সালে উপঢৌকনের ডালি সাজিয়ে সোনিয়া গান্ধীর হাতে প্রধানমন্ত্রিত্ব তুলে দিতে উন্মুখ, রাষ্ট্রপতি ভবন থেকে বেরিয়ে কংগ্রেস সভানেত্রী তখন প্রধানমন্ত্রী হিসেবে মনমোহন সিংয়ের নামই ঘোষণা করেছিলেন। ২০০৪ সালের ২২ মে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে প্রথমবার শপথ নেন মনমোহন সিং। পাঁচ বছর পর ২০০৯ সালে ওই দিনে দ্বিতীয়বারের জন্যও।

প্রধানমন্ত্রী হয়েও বৈপ্লবিক সব পরিবর্তন এনেছিলেন মনমোহন সিং। দারিদ্র্য দূরীকরণে ২০০৫ সালে চালু করেন এক শ দিনের কাজের প্রকল্প, পরবর্তী সময়ে যা 'মনরেগা' নামে পরিচিত। সেটাই ছিল দরিদ্রদের জন্য তাঁর কাজের গ্যারান্টি। ভারত-যুক্তরাষ্ট্র পরমাণু চুক্তির সিদ্ধান্ত শুধু বৈপ্লবিকই ছিল না, ওই চুক্তি আন্তর্জাতিক মহলে ভারতের আসন অন্য উচ্চতায় স্থাপন করেছিল। সেটা ছিল আক্ষরিক অর্থেই পররাষ্ট্রনীতির এক নতুন মাইলফলক।

প্রাথমিক শিক্ষার অধিকার, আদিবাসী অধিকার, খাদ্য সুরক্ষা আইন, জমি অধিগ্রহণ ও পুনর্বাসন আইনও মনমোহনেরই করা। খাদ্য সুরক্ষা আইনের আওতায় তিনি চালু করেছিলেন গরিব কল্যাণ অন্ন যোজনা। ভর্তুকির অর্থ সরাসরি উপভোক্তার ব্যাংক খাতায় পাঠানোর কাজও মনমোহন সিংই প্রথম শুরু করেছিলেন।

নাগরিকদের জন্য জাতীয় পরিচয়পত্র, যার পোশাকি নাম 'আধার কার্ড', তার যাত্রা শুরুও মনমোহন সিংয়ের হাত ধরে। আর পাস করিয়েছিলেন মানুষের তথ্য জানার অধিকার আইন, সারা দেশে যা 'আরটিআই' বলে পরিচিত।

তিস্তা চুক্তি সই হতে হতেও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অসহযোগিতায় না হওয়া, বিজেপির প্রবল বিরোধিতার কারণে স্থলসীমান্ত চুক্তি সই করতে না পারা প্রধানমন্ত্রী হিসেবে মনমোহন সিংয়ের ব্যর্থতা বলে অবশ্যই চিহ্নিত হবে। মণিপুরের টিপাইমুখ বাঁধ নির্মাণের উদ্যোগের জন্য বাংলাদেশিদের সমালোচনাও তাঁকে সহ্য করতে হয়েছে। কিন্তু কংগ্রেস আমলে ভারত-বাংলাদেশের সম্পর্কের উন্নতিতে তাঁর সদিচ্ছা ও আন্তরিকতা কখনো প্রশ্নের মুখে পড়েনি।

ব্যতিক্রমী রাজনীতিক হিসেবে শ্রদ্ধা ও সম্মানের আসন অজাতশত্রু মনমোহন সিংয়ের জন্য পাতাই থাকবে। চিরকাল তিনি পরিচিত থাকবেন আধুনিক ভারতের অর্থনীতির রূপকার ও নিষ্কলঙ্ক রাষ্ট্রনেতা হিসেবে, যিনি কখনো 'রাজনীতিক' হয়ে উঠতে পারেননি। চানওনি।

সৌ: প্র: আ:

আফগানিস্তানের তালেবান সরকার নিয়ে ট্রাম্পের নীতি কী হবে

আজিজ আমিন

ডোনাল্ড ট্রাম্পের পুনর্নির্বাচনের পর থেকে তাঁর নতুন প্রশাসনের আফগানিস্তান নীতি কেমন হতে পারে, তা নিয়ে ব্যাপক আলোচনা চলছে।

অনেকের ধারণা, ট্রাম্প তালেবানের প্রতি কঠোর মনোভাব গ্রহণ করবেন। তবে তাঁর পূর্ববর্তী কর্মকাণ্ড এবং এ-সংক্রান্ত বক্তব্য বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায়, তিনি তাঁর প্রথম মেয়াদে যে বাস্তববাদী ও হস্তক্ষেপবিরোধী পররাষ্ট্রনীতি অনুসরণ করেছিলেন, সেই নীতিতে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আনবেন না।

প্রথম মেয়াদে দীর্ঘ মেয়াদে বাইরের দেশগুলো নিয়ে মাথা না ঘামানোর নীতি নিয়েছিলেন ট্রাম্প। বিশেষত, আফগানিস্তানে দীর্ঘস্থায়ী মার্কিন উপস্থিতির বিরোধিতা করে নিজের অবস্থান পরিষ্কার করেছিলেন তিনি।

ট্রাম্পই ২০২০ সালের দোহা চুক্তির স্থপতি, যা মার্কিন বাহিনীর আফগানিস্তান থেকে সরে আসার পথকে সুগম করেছিল এবং শেষ পর্যন্ত তালেবানের ক্ষমতায় প্রত্যাবর্তন নিশ্চিত করেছিল। দোহা চুক্তি ছিল যুক্তরাষ্ট্রের আফগানিস্তান-কৌশলের একটি বড় মোচড়। যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ এশিয়া নীতির অগ্রগতিতে অসন্তুষ্ট ট্রাম্প তাঁর সামরিক উপদেষ্টাদের মধ্যে দায়িত্বশীলতার অভাব দেখতে পেয়েছিলেন। ভোটারদের কাছে প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন, তিনি যুক্তরাষ্ট্রের দীর্ঘতম ও ব্যয়বহুল যুদ্ধের সমাপ্তি টানতে সক্ষম।

যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটাতে ঐতিহ্যগত কৌশলগুলো ব্যর্থ হওয়ার পর তিনি তালেবানের সঙ্গে সরাসরি আলোচনা শুরু করেছিলেন।

পুনর্নির্বাচনের পর ট্রাম্প এবার সম্ভবত তাঁর সেই ব্যবসায়িক মনোভাবসম্পন্ন পররাষ্ট্রনীতি বহাল রাখবেন। আফগানিস্তানসহ অন্যান্য জায়গায় ব্যয়বহুল সংঘাত বা সামরিক হস্তক্ষেপে না জড়িয়ে তার বদলে বাস্তববাদী চুক্তিতে যাওয়াকে অগ্রাধিকার দেবেন।

তালেবানও মনে করে, ট্রাম্প প্রশাসন তাদের ভবিষ্যতের জন্য উপকারী হতে পারে।

উদাহরণস্বরূপ, আফগানিস্তানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র আবদুল কাহার বালখি নভেম্বর মাসে এক্সে (সাবেক টুইটার) এক পোস্টে বলেছেন, 'আমরা আশা করি, ভবিষ্যৎ ট্রাম্প প্রশাসন দুটি দেশের মধ্যে সম্পর্কের ক্ষেত্রে বাস্তবসম্মত পদক্ষেপ গ্রহণ করবে এবং উভয় জাতি সম্পর্কের একটি নতুন অধ্যায় খুলতে পারবে।'

ভবিষ্যৎ সম্পর্কের প্রতি তালেবানের এই আশাবাদ মূলত ট্রাম্প প্রশাসনের প্রথম মেয়াদে তাদের ইতিবাচক অভিজ্ঞতা থেকে এসেছে। তালেবান জানে, প্রথম ট্রাম্প প্রশাসন সরাসরি তালেবানের সঙ্গে আলোচনার সূচনা করে আফগানিস্তান থেকে মার্কিন সেনা প্রত্যাহারের প্রক্রিয়া শুরু করে এবং কাবুলে তাদের ফিরে আসার ক্ষেত্র প্রস্তুত করে।

তবে এটিও তালেবান জানে, ট্রাম্প তালেবানের সঙ্গে বাস্তববাদী সম্পর্ক স্থাপনে আগ্রহী হলেও তাদের পুরোপুরি ইচ্ছেমতো দেশ চালানোর সুযোগ দেবেন না বা বিনা শর্তে প্রয়োজনীয় সবকিছু সরবরাহ করবেন না।

যদি তালেবান দোহা চুক্তির প্রতিশ্রুতি পূরণে ব্যর্থ হয়, তাহলে ট্রাম্প সম্ভবত আফগানিস্তানে মার্কিন সাহায্য কমিয়ে দেবেন বা নির্দিষ্ট শর্তে তা দেবেন। তিনি 'আমেরিকা ফার্স্ট' নীতির কারণে বিদেশি সাহায্য কমানোর পক্ষে। প্রয়োজনে তিনি তালেবানের বিরুদ্ধে কঠোর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করতেও দ্বিধা করবেন না।

বর্তমানে তালেবানের শাসনকালে প্রতি সপ্তাহে প্রায় ৪০ মিলিয়ন ডলার মানবিক সহায়তা আফগান জনগণের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। যদি এই সাহায্য কমে যায়, তাহলে আফগান অর্থনীতি আরও দুর্বল হবে এবং জনগণের জীবনযাত্রার ওপর বড় ধরনের প্রভাব পড়বে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও খাদ্যনিরাপত্তার ক্ষেত্রে উন্নতিও হ্রাস পাবে। ট্রাম্পের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর আফগানিস্তান নিয়ে বৈশ্বিক মনোযোগ কমে গেছে। মার্কিন সেনা প্রত্যাহার এবং ইউক্রেন ও ফিলিস্তিনের সংঘাতের কারণে আফগানিস্তান এখন আর ওয়াশিংটনের প্রধান অগ্রাধিকারে নেই। এ কারণে ট্রাম্প তাঁর নতুন মেয়াদে হয়তো মনে করবেন, আফগানিস্তান এখন এমন একটি সমস্যা, যা তিনি আগেই সমাধান করে রেখেছেন।

তবে যদি ট্রাম্প সাহায্য কমান বা তালেবানের ওপর নিষেধাজ্ঞা দেন, তাহলে আফগানিস্তানের অর্থনীতি ভেঙে পড়তে পারে। এতে দেশটিতে অস্থিরতা বাড়বে, নতুন করে অভিবাসনসংকট দেখা দেবে এবং চরমপন্থী গোষ্ঠীগুলোর তৎপরতা আরও বেড়ে যেতে পারে।

মার্কিন জনগণের যে অংশ বিদেশি সংঘাতে জড়ানোর বিষয়ে সতর্ক, তাদের কাছে ট্রাম্পের হস্তক্ষেপবিরোধী নীতি জনপ্রিয় হতে পারে। তবে ট্রাম্পের এই নীতির কারণে অধিকতর দুর্বল ও দরিদ্র আফগানিস্তান ভবিষ্যতে দীর্ঘমেয়াদি নিরাপত্তা চ্যালেঞ্জ তৈরি করতে পারে।

এমন পরিস্থিতি আফগান জনগণের জন্যও ভয়াবহ প্রভাব ফেলবে। এতে দেশটির অর্থনৈতিক দুর্দশা আরও বাড়বে। সেখানে স্বাস্থ্যসেবা ভেঙে পড়তে পারে। নতুন করে দেশটিতে সংঘাত দেখা দিতে পারে এবং দেশটি বিশ্বের বাকি অংশ থেকে আরও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়তে পারে।

এটি শুধু আফগান জনগণকেই নয়, বরং পুরো আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কেও প্রভাবিত করবে।

মোদ্দাকথা, দ্বিতীয় মেয়াদে ট্রাম্পকে আফগানিস্তান নীতিতে সফল হতে হলে বাস্তববাদী বিচ্ছিন্নতা ও বৈশ্বিক নেতৃত্বের দায়িত্বের মধ্যে ভারসাম্য খুঁজে বের করতে হবে। অন্যথায় একটি সংঘাতের অবসান ঘটানোর চেষ্টায় নতুন ও আরও জটিল সংঘাত সৃষ্টি হতে পারে।

আজিজ আমিন যুক্তরাজ্যের অক্সফোর্ড গ্লোবাল সোসাইটি থিঙ্কট্যাংকের একজন ফেলো এবং লেখক ও বিশ্লেষক

আল-জাজিরা থেকে নেওয়া, ইংরেজি থেকে অনুবাদ

প্রথম নজর

সর্বভারতীয় শিক্ষক সমিতির সহ-সভাপতি হলেন ড. আয়াতুল্লাহ

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: ২৬-২৭ ডিসেম্বর, ২০২৪, রাজধানী দিল্লিতে আয়োজিত দুই দিনের নির্বাচনী অধিবেশনে অল ইন্ডিয়া আইডিয়াল টিচার্স অ্যাসোসিয়েশনের ২০২৫-২০২৮ মেয়াদের জন্য সর্বভারতীয় সভাপতি নির্বাচনের প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়। দেশের প্রতিটি রাজ্য থেকে নির্বাচিত প্রতিনিধিরা এই প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করেন।

নির্বাচনে দ্বিতীয় বারের মতো এআইআইটিএ-র সর্বভারতীয় সভাপতি নির্বাচিত হন মহারাষ্ট্রের বিশিষ্ট শিক্ষক শেখ আব্দুর রহিম। তাঁর নেতৃত্বে সংগঠনের আদর্শ ও কার্যক্রম আরও প্রসারিত হবে বলে ষংগঠনের শীর্ষ নেতৃত্ব মনে করছেন। এই অধিবেশনে সহ-সভাপতির গুরুত্বপূর্ণ পদে নির্বাচিত হয়েছেন পশ্চিমবঙ্গের আলিয়া ইউনিভার্সিটির বিশিষ্ট অধ্যাপক ও শিক্ষাবিদ ড. আয়াতুল্লাহ ফারুক। শিক্ষার মানোন্নয়ন এবং শিক্ষকদের দক্ষতা বৃদ্ধিতে তাঁর ভূমিকা ভবিষ্যতে আরও বিস্তৃত হবে বলে আশা করছে এআইআইটিএ।

রাজ্য নেতৃত্বে নতুন দায়িত্ব পশ্চিমবঙ্গের এআইআইটিএ সভাপতির দায়িত্ব পেয়েছেন মোঃ মহবুল হক এবং সম্পাদক হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন ড. আমিনুল ইসলাম।

নবনির্বাচিত সর্বভারতীয় সভাপতি শেখ আব্দুর রহিম বলেন, "এআইআইটিএ শুধু একটি সংগঠন নয়, এটি একটি আন্দোলন। শিক্ষার আলো প্রতিটি ঘরে পৌঁছে দেওয়া, শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্পর্ক সুদৃঢ় করা, এবং সমাজের সার্বিক উন্নয়নই আমাদের লক্ষ্য।" এই নির্বাচন শুধুমাত্র একটি দায়িত্ব হস্তান্তরের প্রক্রিয়া নয়, বরং একটি নতুন দিগন্তের সূচনা। শেখ আব্দুর রহিমের দ্বিতীয়বার নির্বাচিত হওয়া এবং প্রফেসর আয়াতুল্লাহ ফারুকের সহ-সভাপতি পদে অভিষেক শিক্ষাবিদদের মধ্যে নতুন উদ্দীপনা তৈরি করবে। এআইআইটিএ-র নেতৃত্বে ভারতীয় শিক্ষাক্ষেত্রে ইতিবাচক পরিবর্তনের প্রত্যাশা করছেন সবাই।

বসিরহাটের মিশনের ফল প্রকাশ

আপনজন: উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বসিরহাটের কাটিয়াহাট আল-হেরা একাডেমির শিক্ষার্থীদের বার্ষিক ফলাফল প্রকাশ হল বৃহস্পতিবার। এদিন পঞ্চম থেকে নবম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের মেধাতালিকা প্রকাশ করে ছাত্রদের হাতে রেজাল্ট তুলে দেন প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তারা। উপস্থিত ছিলেন কাটিয়াহাট আল-হেরা একাডেমির ডাইরেক্টর সিরাত সম্পাদক আবু সিদ্দিক খান, ট্রাস্টি সদস্য আবু বক্কর সরদার সহ মিশনের শিক্ষক মন্ডলী।

তিনদিন বন্ধ থাকবে ভৈরব ব্রিজ

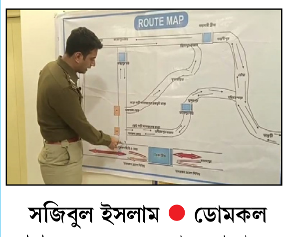

সজিবুল ইসলাম ● ডোমকল

আপনজন: কয়েক মাস আগেও ভৈরব ব্রিজের এক একটা অংশ ফাটল ধরেছিল সেই কারণে কয়েকদিন ভারী যানবাহন চলাচল বন্ধ রেখেছিল পূর্তদপ্তর।এবার ব্রিজে লোড ক্ষমতা পরীক্ষা করার জন্য সম্পূর্ণ ভাবে তিন দিন তথা ২৮, ২৯, ৩০, ডিসেম্বর পর্যন্ত ভৈরব ব্রিজে যানচলাচল বন্ধ থাকবে সেই মর্মে একটি নোটিশ জারি করেছে। পাশাপশি শুক্রবার বিকেলে মুর্শিদাবাদ পুলিশ জেলার ডোমকল এসডিপিও শুভম বাজাজ অফিসে সাংবাদিক বৈঠক করে বিকল্প রাস্তার ম্যাপ প্রকাশ করলেন। এসডিপিও শুভম বাজাজ বলেন শনিবার সকাল ছয়টা থেকে সম্পূর্ণ ভাবে ব্রিজের উপর যানবাহন চলাচলে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে এবং বিকল্প রাস্তার বিষয়ে একটি ম্যাপ প্রকাশ করা হয়েছে।। ডোমকল মহকুমার পাশাপাশি নদীয়া জেলার বেশ কিছু অংশ জেলার প্রাণ কেন্দ্র বহরমপুরে যোগাযোগের একমাত্র মাধ্যম ইসলামপুর থানার ভৈরব নদীর উপরে ব্রিজ।

ওঝা ছেড়ে হাসপাতালে গিয়ে রক্ষা!

সুভাষ চন্দ্র দাশ ● ক্যানিং

আপনজন: দক্ষিণ ২৪ পরগনার জয়নগর থানার অন্তর্গত শ্যামনগর গোবিন্দপুর গ্রামেরই বৃদ্ধা অনিমা নস্কর ৯০ দিন আগে কোনরকমে পড়ে গিয়ে তাঁর ডান পা জখম হন। ভেবেছিলেন মৃত সাপের হাড় ঢুকে এমন কান্ড ঘটেছে। এরপর অজ্ঞতার কারণে ওঝা-গুণিনের দ্বারস্থ হন অনিমা দেবীর পরিবার পরিজনেরা। সেখানে অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চিকিৎসা চলতে থাকে। এমত অবস্থায় দীর্ঘ ৯০ দিন অতিবাহিত হয়।সমস্যা বাড়তে থাকে। নিরুপায় হয়ে পরিবারের লোকজন ওঝা-গুণিন ছেড়ে অনিমা দেবী কে নিয়ে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে হাজির হয়। সেখানে সর্প বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ডা. সমরেন্দ্র নাথ রায়ের দ্বারস্থ হলে তিনি বলেন, সাপের হাড় পায়ে ঢুকলেও বিষক্রিয়ার সম্ভবনা নেই। এক্সরে করে দেখেন হাড়ে চিড় ধরেছে। সেই মতো তার চিকিৎসা হচ্ছে। চিকিৎসা পরিষেবা পেয়ে পুরোপুরি সুস্থ হয়ে উঠছেন। ডা. সমরেন্দ্র নাথ রায় হানান, তার পা কেটে বাদ দিতে হবে না।

শিক্ষক ও পরিকাঠামোর অভাবে ধুঁকছে জেলার একমাত্র সাঁওতালি মাধ্যমের স্কুল

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: শিক্ষক ও পরিকাঠামোর অভাবে ধুঁকছে জেলার একটিমাত্র সাঁওতালি মাধ্যমের স্কুল। পুরাতন মালদহের যাত্রাডাঙ্গা পঞ্চায়েতের থুকরাবাড়িতে অবস্থিত আদিবাসী অলচিকি ভাষায় পঠন পাঠনোর জন্য বিগত ২০১৪ সালে প্রাথমিক বিদ্যালয় হিসাবে স্থাপিত হয় জেলার একটিমাত্র আদিবাসী স্কুল। এই স্কুলে অলচিকি হরফে পঠন পাঠন শেখানো হয় আদিবাসী সম্প্রদায়ের পড়ুয়াদের। তবে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক থাকলেও বর্তমানে সেই স্কুলে মাধ্যমিক পর্যন্ত কোন শিক্ষকেই নেই? থুকড়াবাড়ি অলচিকি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকের সংখ্যা ছিল ৭ জন। ২০১৯ সালে আপার প্রাইমারি অর্থাৎ অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত করা হয়। তবে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের দিয়ে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পঠন-পাঠন করানো হতো। ইতিপূর্বে চলতি বছরের জানুয়ারিতে মাধ্যমিক পর্যন্ত করা হয়েছে কিন্তু কোনো শিক্ষক নিয়োগ করা হয়নি বলে অভিযোগ স্কুলের শিক্ষা কর্মীদের। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৭ জন শিক্ষকদের মধ্যে দুইজন শিক্ষককে মাধ্যমিক পর্যন্ত পঠন-পাঠনের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে জেলা শিক্ষা দপ্তর থেকে। সেক্ষেত্রে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যন্ত ছাত্র-ছাত্রীদের কম সংখ্যক শিক্ষক দ্বারাই পঠন পাঠন শেখানো হচ্ছে। এতে নানান সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের। কারণ বিষয়ভিত্তিক কোন শিক্ষক নেই, সে ক্ষেত্রে আদিবাসী সম্প্রদায়ের ছাত্র-ছাত্রীদের অলচিকি ভাষায় পড়াতে গিয়ে সমস্যা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এটিকে শিক্ষকের অভাবে অভিভাবকরা ছাত্র-ছাত্রীদের পার্শ্ববর্তী জেলা গুলোতে ভর্তি করতে বাধ্য হচ্ছেন। এই মুহূর্তে প্রাথমিকের ক্ষেত্রে মোট ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা ৫৬ জন এবং মাধ্যমিক পর্যন্ত ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা ২৯ জন হয়ে দাঁড়িয়েছে। তবে শিক্ষকের অভাবে যতদিন এ করছে তত ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা কমছে।

শুধু শিক্ষকের সমস্যা নয়, এই স্কুলে পরিকাঠামোর অভাব রয়েছে। মাত্র দুটো শ্রেণী কক্ষ তার মধ্যে প্রি-প্রাইমারি থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত পঠন পাঠান করানো হয় মাত্র দুটি ঘরের মধ্যে। ইতিপূর্বে জেলা শিক্ষা দপ্তর দুটি নতুন ভবন তৈরি করছেন নির্মাণের কাজ ইতিমধ্যে চলছে। কিন্তু শিক্ষকদের দাবি মাধ্যমিক পর্যন্ত ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য দুটি ক্লাস রুমে হবেনা আরও তিনটি দরকার। এদিকে প্রাথমিকের ক্ষেত্রে দুটি ক্লাস রুমের মধ্যে ছয়টি ক্লাস করানো হচ্ছে ফলে সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন স্কুল শিক্ষকরা। এদিকে রাজ্য জুড়ে শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়া পুরোপুরি বন্ধ, নিয়োগ দুর্নীতিতে রাজ্যের শাসক দলকে দায়ী করেছে রাজ্যের প্রধান বিরোধীদল বিজেপি। আর জেলার একটিমাত্র আদিবাসী স্কুলের শিক্ষকের আকালে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চাপানউতোর।

যদিও এ বিষয়ে জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক বাণীব্রত দাসের সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি মৌখিক ভাবে জানান, শিক্ষকের সমস্যা নিয়ে আমরা রাজ্য শিক্ষা দপ্তরের কাছে প্রস্তাব পাঠিয়েছি। খুব শীঘ্রই ওই স্কুলের শিক্ষকের সমস্যা সমাধান হয়ে যাবে।

পৌষমেলার সব অনুষ্ঠান বাতিল

আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর

আপনজন: বিশ্বভারতী পূর্বপল্লী মাঠে চলছে শান্তিনিকেতনের পৌষ মেলা। এই মেলা শুক্রবার ছিল পঞ্চম দিন। কিন্তু ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী তথা বিশ্বভারতীর প্রাক্তন আচার্য ড. মনমোহন সিংয়ের অকাল মৃত্যুতে রাষ্ট্রীয় শোক পালনের নিরিখে মেলার বিনোদন মঞ্চের সমস্ত অনুষ্ঠান বাতিল করা হয়েছে। যদিও পঞ্চম দিনে মেলার ভিড় পর্যাপ্ত পরিমাণের বেড়ে গেছে। কারণ আর সময় মাত্র একদিন। একদিন পর মেলা মাঠে কোন ভাঙ্গা মেলা থাকবে না বলে আগেই ঘোষিত হয়েছিল। তাই মেলাতে পর্যটকদের ভিড় ক্রমে বেড়েই চলেছে। শনিবার হল মেলার শেষ দিন। তাই পঞ্চম দিনে মেলা দেখার জন্য বহু মানুষ ভিড় জমিয়েছেন।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

আমতায় দিব্যাঙ্গদের সরঞ্জাম প্রদান

নিজস্ব প্রতিবেদক ● আমতা

আপনজন: চলার সহায়ক সরঞ্জাম পেয়ে নতুন বছরের আগেই মুখে হাসি ফুটল হাওড়ার সাড়ে ছয়শো দিব্যাঙ্গদের। হাওড়ার আমতা রামসদয় কলেজ মাঠে সাড়ে ৬০০ দিব্বাঙ্গে হাতে চলার সরঞ্জাম তুলে দেওয়া হল। তুলে দিলেন উলুবেরিয়া উত্তর কেন্দ্রের বিধায়ক ডাক্তার নির্মল মাঝি। এই অনুষ্ঠানের নেপথ্য হিসেবে ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন ছিল। ব্যবস্থাপনায় ছিল দীপ কল্যাণ নামক একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন। এদিন অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে ডাক্তার নির্মল মাঝি মঙ্গলদ্বীপ কল্যাণ সংগঠনের প্রশংসা করেন। উপস্থিত ছিলেন ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশনের আধিকারিক দেবদত্ত বিশ্বাস, আমতা থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক অজয় সিংহ, । সংগঠনের কর্ণধার ফাল্গুনী মান্না হাজরা জানান,"ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকেই এই ধরনের মানুষের পাশে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এটি একটি লড়াই।"

দাঁড়িয়ে থাকা লরিতে আগুন, পুড়ল সামগ্রী

আজিজুর রহমান ● গলসি

আপনজন: দাঁড়িয়ে থাকা লড়িতে আচমকা আগুন। আগুনের জেরে ভস্মীভূত হয় গাড়িতে মজুত থাকা ওষুধ, শাড়ি, জুতো, চাল, ডাল ছাড়াও বিভিন্ন সামগ্রী। আচমকা ধোঁয়া দেখে হতভম্ব হয়ে যান স্থানীয়রা। শুক্রবার দুপুর নাগাদ এমন ঘটনার জেরে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়। ঘটনাটি ঘটেছে পূর্ব বর্ধমানের গলসির রাকোনা মোড় সংলগ্ন একটি হোটেলে। জানা গেছে, লড়ির ড্রাইভার খাবার খেতে ওই হোটেলে দাঁড়ায়। কিছুক্ষণের মধ্যেই গাড়িতে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলতে দেখেন হোটেলের লোকজন। ঘটনার পরই হোটেলের মালিক ও কর্মচারীরা আগুন নেভাতে ছুটে আসেন। পাশাপাশি খবর দেন গলসি থানা ও দমকলে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসেন গলসি থানার ওসি অরুণ কুমার সোমসহ পুলিশের আধিকারিকরা। আগুন নেভাতে আসে দমকলের দুটি ইঞ্জিনও। তাদের প্রায় দুই ঘণ্টার প্রচেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। তবে ততক্ষণে লড়িতে থাকা জিনিসপত্রের অর্ধেকের বেশি পুড়ে ছাই হয়ে যায়। তবে ঘটনায় কেউ আহত হননি বলে জানিয়েছেন দমকল বিভাগের ইন্সপেক্টর গৌরাঙ্গ কর্মকার। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে গলসি থানার পুলিশ।

বিহার বিধান পরিষদের গেটে বাঙালি স্বাধীনতা সংগ্রামীর মূর্তি স্থাপিত হল

এম এস ইসলাম ● বর্ধমান

আপনজন: ভগৎ সিং-এর সঙ্গী হিসেবে গোটা দেশে বীর বিপ্লবী বটুকেশ্বর দত্তের নাম সম্মানের সঙ্গে উচ্চারিত হলেও, খোদ পশ্চিমবঙ্গে তার জন্মভূমি রাজ্যে অনেকেই তাঁর নাম জানেন না। বিহার সরকারের উদ্যোগে পাটনায় বিহার বিধানসভার সম্মুখভাগে বটুকেশ্বর দত্তের পূর্ণ অবয়ব মূর্তি স্থাপন করা হয়েছে। তাঁর স্মৃতিকে অমলিন রাখতে সেখানে একটি পার্ক ও গবেষণাগার তৈরি করে তাঁকে প্রকৃত সম্মান জানানো হয়েছে।

বটুকেশ্বর দত্ত একসময় বিহার বিধান পরিষদের সদস্য ছিলেন। স্বাধীনতার চেতনার প্রতীক হিসেবে তাঁর স্মৃতি রক্ষার্থে ২০১৯ সালে বিহার বিধান পরিষদ 'স্বাধীনতার স্বতন্ত্র সেনানি বটুকেশ্বর দত্ত পার্ক' তৈরি করে এবং সেখানে পূর্ণাবয়ব মূর্তি প্রতিস্থাপন করে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার। সভাপতিত্ব করেন বিধান পরিষদের কার্যনির্বাহী সভাপতি হারুন রশিদ। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তৎকালীন উপমুখ্যমন্ত্রী সুশীল কুমার মোদি, অধ্যক্ষ বিজয় কুমার চৌধুরী এবং বিনোদ কুমার। বটুকেশ্বর দত্ত জীবদ্দশায় আক্ষেপ করেছিলেন যে, তিনি স্বাধীনতার জন্য যে আত্মত্যাগ করেছেন, সেই মর্যাদা তিনি পাননি। তাঁর কন্যা ভারতী দত্ত বাগচী জানান, মৃত্যুর পর তাঁর বাবা সেই উপযুক্ত সম্মান লাভ করেছেন। স্বাধীনতার পর তাঁর মৃতদেহ জাতীয় পতাকায় মুড়ে সেনাবাহিনীর বিমানে করে তাঁর জন্মভিটা খণ্ডঘোষের ওয়ারী গ্রামের আকাশে পরিভ্রমণ করানো হয়। পরে পাঞ্জাবের ফিরোজপুরের হুসনি ওয়ালায় বন্ধু ভগৎ সিং, রাজগুরু ও সুখদেবের পাশে তাঁর সমাধি তৈরি হয়। ভারতী দত্ত আরও জানান, পশ্চিমবঙ্গে বহুদিন পর্যন্ত তাঁর বাবার প্রতি সেই পর্যাপ্ত সম্মান জানানো হয়নি। যে সম্মান প্রদর্শন করেছিল পাঞ্জাব ও বিহার সরকার। বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির উদ্যোগে বিপ্লবীর জন্মভিটা পূর্ব বর্ধমানের খন্ডঘোষের ওয়ারী গ্রামে ১ কোটি টাকা ব্যয়ে একটি মিউজিয়াম তৈরি করে দেয়া হচ্ছে।

অঙ্কুরহাটিতে কোলকাতা গ্লোবাল হাটের উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাওড়া

আপনজন: কোলকাতা গ্লোবাল হাটের শুভ উদ্বোধন হল। হাওড়ার অঙ্কুরহাটি চেকপোস্ট সংলগ্ন ১৬ নম্বর জাতীয় সড়কের পাশে নতুন এই হাটের শুক্রবার শুভ উদ্বোধন হয়।

কোলকাতা গ্লোবাল হাটের উদ্বোধনে উপস্থিত ছিলেন ডোমজুড়ের বিধায়ক তথা হাওড়া জেলা সদর তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি কল্যাণ ঘোষ, সাঁকরাইলের বিধায়িকা প্রিয়া পাল সহ অন্যান্যরা।

জানা গিয়েছে, এখানে পাইকারি এবং খুচরো সমস্ত দ্রব্যই মিলবে। তিরিশ টাকা থেকে শুরু করে তিন হাজার টাকা মূল্যের সামগ্রী পাওয়া যাবে এখানে। ক্রেতাদের জন্য থাকছে কেনাকাটায় সপ্তাহে পুরস্কার জেতার সুযোগ। প্রতি শুক্রবার এই হাট আপাতত খোলা থাকবে বলে জানা গেছে।

'দিদি পে চর্চা' শিরোনামে মুখ্যমন্ত্রীর চর্চায় কর্মীসভা সাগরদিঘিতে

আসিফ রনি ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন:'দিদি পে চর্চা' শিরোনামে সাগরদিঘীতে অভিনব কর্মীসভা তৃণমূল কংগ্রেসের। মুখ্যমন্ত্রী সামাজিক প্রকল্পের চর্চা ও সামনে বিধান সভা ভোটকে সামনে রেখে দিদিপে চর্চা ও কর্মীসভা অনুষ্ঠিত হল সাগরদিঘিতে। জানা যায় এক বছর পর বিধানসভা ভোট। তার পূর্বে জনসংযোগ বাড়ানো ও কর্মীদের মনোবল চাঙ্গা করার লক্ষ্যে অন্যদিকে মুখ্যমন্ত্রীর বিভিন্ন সামাজিক প্রকল্পের চর্চা করার জন্য সাগরদিঘি বিধানসভার বিধায়ক বাইরণ বিশ্বাসের নেতৃত্বে ও অঞ্চল সভাপতি ফিরোজ শেখার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হল 'দিদি পে চর্চা ও কর্মীসভা'। শুক্রবার বৈকালে সাগরদিঘি বিধানসভার বাড়ালা অঞ্চলের বিনোদবাটি ফুটবল ময়দানে অনুষ্ঠিত হয় এই দিনের সভা। দলীয় সূত্রে খবর বিধানসভা ভোটের পূর্বে মূলত কর্মীদের মনোবল কে চাঙ্গা করতে ও জনসংযোগ বাড়ানোর লক্ষ্যে এই সভার আয়োজন। সভাতে অংশ নেন প্রচুর সংখ্যক কর্মী সমর্থকের পাশাপাশি মহিলারাও।এদিন বিধায়ক বাইরন বিশ্বাস বলেন, অনেকে চা চর্চা করেন। কিন্তু আমাদের দিদি মানুষের উপকারের জন্য যতগুলো প্রকল্প এনেছেন আমরা হয়তো সবাই মুখস্ত বলতে পারব না। তাই আমরা দিদিকে নিয়ে চর্চায় কর্মীসভার আয়োজন করেছি। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন বারালা অঞ্চল তৃণমূল সভাপতি ফিরোজ সেখ, প্রধান ইলিয়েস শেখ সহ বিভিন্ন অঞ্চলের অঞ্চল সভাপততি, বুথ সভাপতি প্রমুখ।

স্বাধীনতা সংগ্রামী স্মরণ সভায় সাংসদ

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হুগলি

আপনজন: শুক্রবার খানাকুলের কায়বাতে বিশিষ্ট স্বাধীনতা সংগ্রামী প্রয়াত শান্তিমোহন রায়-এর ১০৯ তম জন্মবার্ষিকী উদযাপন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আরামবাগ লোকসভার সাংসদ মিতালী বাগ, হুগলি জেলা পরিষদের প্রাক্তন সভাধিপতি আলহাজ্ব শেখ মেহবুবুর রহমান, সাহিত্যিক শেখ হাসান ইমাম, রামমোহন গবেষক দেবাশীষ শেঠ, আরামবাগ জেলা চেয়ারম্যান স্বপন কুমার নন্দী, আরামবাগ টাউন সভাপতি প্রদীপ সিংহ রায়, কবি ব্রজগোপাল চক্রবর্তী প্রমুখ।

জেকেরের মজলিশে কম্বল বিতরণ

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাওড়া

আপনজন: বৃহস্পতিবার হাওড়া নলদা সেখ পাড়ায় একটি জেকেরের মজলিস অনুষ্ঠিত হয়। সভা পরিচালনা করেন ফুরফুরা শরীফের পীর হযরত হোসেন সিদ্দিকী। উপস্থিত ছিলেন হাফেজ শাহ জামাল মোল্লা। এদিন এলাকার গরিব মানুষের হাতে কম্বল বিতরণ করা হয়। এখানে প্রত্যেক মাসে একটি প্রার্থনা সভা পরিচালনা করেন গ্রামের যুবক বৃন্দ। রাজ্য সহ দেশের শান্তি ও সম্প্রীতি এবং মানব সভ্যতার জন্য দোয়া করা হয়।

ছবি: নুরুল ইসলাম খান

বিপর্যস্তদের উদ্ধার ও সহায়তা নিয়ে দুদিনের প্রশিক্ষণ শিবির বাগনানে

লিয়াকত হোসেন ● বাগনান

আপনজন: সোসাইটি ফর ব্রাইট ফিউচার (এসবিএফ) এর কলকাতা জোনের বিপর্যস্তদের উদ্ধার ও তাদের সহায়তা শীর্ষক দুদিনের প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হল হাওড়া জেলার বাগনানের স্কলার স্কুলে বুধ ও বৃহস্পতিবার। উলুবেড়িয়া মহকুমার ফায়ার ব্রিগেডের অফিসার কুন্তল সাউ তার সহযোগীদের নিয়ে প্রশিক্ষন শিবিরে উপস্থিত ছিলেন। তিনি আগুন সাধারণত কোথায় কোথায় লাগে কি ভাবে এবং কি দিয়ে কেমন করে নেভাবেন তার আলোচনা করেন। সেই সংগে আগুন জ্বালিয়ে নেভানোর প্রক্রিয়া করে দেখান। আসাম থেকে আগত মতিয়ার রহমান দামোদর নদীতে প্রশিক্ষণ দেন কিভাবে জলে ডোবা ব্যক্তিকে উদ্ধার করতে হয়,তার পর কি কি পরিচর্চা করা হয়। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জামাআতে ইসলামি হিন্দের রাজ্য সভাপতি ডা. মশিহুর রহমান, উলুবেড়িয়া কলেজের প্রিন্সিপ্যাল সিরাজ মল্লিক, জেলা নাজিম নূর আহম্মদ মোল্লা,এস,বি,এফের দঃবংগ সভাপতি আরিফুল্লা, কনভেনর শাহ নওয়াজ খান। বিভিন্ন জেলা থেকে আগত নির্বাচিত ৬০ জন যুবককে প্রশিক্ষণ ও সার্টিফিকেট দেওয়া হয় সংগঠনের পক্ষ থেকে।

ভুয়ো পাসপোর্ট কাণ্ডে এবার জাল 'জন্ম সার্টিফিকেট' চক্রের হদিশ

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বারাসত

আপনজন: ভুয়ো পাসপোর্ট কাণ্ডের পর এবার একের পর এক পঞ্চায়েত ও পুরসভার নাম করে জাল জন্ম সার্টিফিকেট দেওয়ার চক্রের হদিশ পেল গোয়েন্দারা। কদম্বগাছি পঞ্চায়েত, বারাসত পৌরসভা সহ একাধিক পঞ্চায়েতের নামে মিলেছে জাল সার্টিফিকেট। ইতিমধ্যেই রাজ্য সরকারের বিশেষ তদন্তকারী সংস্থার হাতে গ্রেফতার হয়েছে সমরেশ বিশ্বাস ও মুক্তার আলম । তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করে এবার চাঞ্চল্যকর তথ্য গোয়েন্দাদের হাতে । কদম্বগাছি পঞ্চায়েত ও বারাসত পৌরসভা এই দুই জায়গার একাধিক জাল সার্টিফিকেট তৈরির তথ্য মিলেছে তদন্তকারী সংস্থার হাতে। এরপরেই সক্রিয় হয়েছে তদন্তকারী সংস্থার আধিকারিকেরা । সমরেশ ও মুক্তার আলমের থেকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী সবচেয়ে বেশি জন্ম সার্টিফিকেট বারাসত এক নম্বর ব্লকের কদম্বগাছি পঞ্চায়েতের। এরপরে বারাসত পৌরসভা শহর রয়েছে। একই সঙ্গে রয়েছে অন্যান্য পঞ্চায়েতের নাম। ইতিমধ্যেই তদন্তকারী সংস্থার আধিকারিকেরা কদম্বগাছি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানের কাছে এসে তার তথ্য জানতে চেয়েছিল। প্রধান মাধুরী মন্ডল জানান, তাদের রেজিস্টার সহ সমস্ত তথ্য তারা দেখিয়েছেন। যে চিঠি তদন্তকারী সংস্থার পক্ষ থেকে দেওয়া হয়েছে তার যথাযথ্য উত্তর দিয়েছে কদম্বগাছি পঞ্চায়েত । তবে কদম্বগাছি পঞ্চায়েতের বর্তমান প্রধানের দাবি তার আমলে এরকম কোনও সার্টিফিকেট তারা দেয়নি। বারাসত পৌরসভার কাছে এখনো পর্যন্ত কোনো তথ্য জানতে চাওয়া হয়নি বলে জানান বারাসত পৌরসভার পৌরপিতা অশ্বনি মুখার্জি। তিনি বলেন, পৌরসভা থেকে এরকম কোন সার্টিফিকেট দেওয়া হয় না।

মাইলফলক গড়া সালাহর তিরের নিশানা এখন ট্রফিতে

আপনজন ডেস্ক: বক্সিং ডেতে ম্যানচেস্টার সিটি, ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড ও চেলসি পয়েন্ট হারানোর পর সবার চোখ ছিল লিভারপুল ম্যাচের দিকে। তবে দুর্দান্ত ছন্দে থাকা লিভারপুল হেঁটেছে নিজেদের ছন্দেই। লেস্টার সিটির বিপক্ষে ৩-১ গোলের জয়ে প্রতিদ্বন্দ্বীদের সঙ্গে পয়েন্ট ব্যবধানটা আরও বাড়িয়ে নিয়েছে আর্নে স্লটের দল।
অ্যানফিল্ডে লিভারপুলের শুরুটা অবশ্য একেবারেই ভালো হয়নি। ৬ মিনিটে জর্ডান আইইউর গোলে এগিয়ে যায় লেস্টার। সে সময় মনে হচ্ছিল, লিভারপুলও হয়তো সিটি-চেলসির পরিণতিই বরণ করতে যাচ্ছে। কিন্তু এ মৌসুমের লিভারপুল যে একেবারেই ভিন্ন দল।
প্রথমার্ধের যোগ করা সময়ে ম্যাচে সমতা ফেরান কোডি গাকপো। এরপর ৪৯ মিনিটে কার্টিস জোন্স ও ৮২ মিনিটে দারুণ ছন্দে থাকা মোহাম্মদ সালাহ গোল করলে ৩-১ ব্যবধানের জয় নিয়ে মাঠ ছাড়ে লিভারপুল। এই ম্যাচ দিয়ে ৮ম খেলোয়াড় হিসেবে প্রিমিয়ার লিগে ঘরের মাঠে ১০০ গোলের মাইলফলক স্পর্শ করেছেন সালাহ।
ঘরের মাঠে এই জয়ের পর ১৭ ম্যাচ শেষে শীর্ষে থাকা লিভারপুলের পয়েন্ট ৪২। এক ম্যাচ বেশি খেলা চেলসির পয়েন্ট ৩৫। অর্থাৎ এক ম্যাচ হাতে রেখে চেলসির চেয়ে লিভারপুল এগিয়ে আছে ৭ পয়েন্টে। অন্য দিকে বর্তমান চ্যাম্পিয়ন সিটির চেয়ে লিভারপুল এগিয়ে ১৪ পয়েন্টে।
এই পরিস্থিতিতে লিভারপুল চাইলে এখনই শিরোপার প্রত্যাশা শুরু করতে পারে। এই অবস্থান থেকে শিরোপা হারাতে হলে প্রতিপক্ষকে অসাধারণ কিছু করার পাশাপাশি লিভারপুলকেও নাটকীয়ভাবে পয়েন্ট হারাতে হবে। যা বর্তমান দলটির পারফরম্যান্সের পরিপ্রেক্ষিতে অসম্ভবই মনে হচ্ছে।
এই মৌসুমে লিভারপুলের জয়যাত্রার অন্যতম কারণ সালাহর দুর্দান্ত ছন্দে থাকা। লিভারপুলের হয়ে ম্যাচের পর ম্যাচে গোল করে চলেছেন এই মিসরীয় তারকা। শেষ ১০ লিগ ম্যাচের ৯টিতেই গোল করেছেন। সব মিলিয়ে এই মৌসুমে ২৫ ম্যাচে সালাহর গোল ২৫ ম্যাচে ১৯টি, সঙ্গে আছে ১৫টি অ্যাসিস্ট।
এই ম্যাচ দিয়ে ৮ম খেলোয়াড় হিসেবে প্রিমিয়ার লিগে ঘরের মাঠে ১০০ গোলের মাইলফলক স্পর্শ করেছেন সালাহ। লিভারপুলের হয়ে অ্যানফিল্ডে করেছেন ৯৮ গোল এবং চেলসির হয়ে খেলার সময় স্টামফোর্ড ব্রিজে করেছিলেন ২ গোল।
আর শুধু লিগ হিসাব করলে ১৭ ম্যাচে সর্বোচ্চ ১৬ গোল করার পাশাপাশি ১১টি অ্যাসিস্টও করেছেন এই উইঙ্গার। মৌসুমের শেষ পর্যন্ত এই ছন্দ ধরে রেখে লিগ ও চ্যাম্পিয়নস লিগ নিশ্চিত করতে পারলে নিজের প্রথম ব্যালন ডি'অর স্বপ্নটা দেখতেই পারেন তিনি। যদিও সে জন্য এখনো কঠিন পথ পাড়ি দিতে হবে তাঁকে। দলীয় ও ব্যক্তিগত ট্রফি এখনো দূরের বাতিঘর হলেও, চলতি মৌসুমে 'ভিন্ন কিছু অনুভব' করার কথা লেস্টার ম্যাচ শেষেই জানিয়েছেন সালাহ। বলেছেন, 'সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে দলের জয়। এটা দারুণ ব্যাপার। আমরা এখন প্রত্যেকটি ম্যাচে আলাদা করে মনোযোগ দিচ্ছি। আশা করি এ যাত্রা অব্যাহত রাখতে হবে। (এ বছর) অনুভূতিটা ভিন্ন। তবে সবচেয়ে জরুরি ব্যাপার হচ্ছে আমাদের পা মাটিতে রাখতে হবে। আশা করি আমরা ক্লাবের জন্য প্রিমিয়ার লিগ জিততে পারব এবং এটা এমন কিছু যা আমি স্বপ্ন দেখি।'

জানুয়ারিতে খেলার চাপে পিষ্ট হতে যাচ্ছে রিয়াল, লড়তে হতে পারে শিরোপার জন্যও

আপনজন ডেস্ক: ফুটবলারদের মানসিক স্বাস্থ্য, অতিরিক্ত ম্যাচ খেলার ক্লান্তি এবং একের পর এক চোটে পড়ার ঘটনা নিয়ে সাম্প্রতিক সময়ে প্রচুর কথা শোনা যাচ্ছে। তবে এত সমালোচনাতেও খুব একটা লাভ হচ্ছে না। দিন দিন ম্যাচ খেলার চাপ বেড়েই চলেছে। ইউরোপের শীর্ষ লিগগুলোয় এক মাসে ৬-৭-৮টি করে ম্যাচ প্রায় নিয়মিতই খেলতে হয়।
জানুয়ারিতেও যেমন দলগুলোকে খেলতে হবে প্রচুর ম্যাচ। তবে এই মাসে ম্যাচ খেলার সবচেয়ে বড় ঝড়টা যেতে পারে রিয়াল মাদ্রিদের ওপর। ইউরোপ-সেরা রিয়ালকে এই এক মাসেই খেলতে হতে পারে ৯টি ম্যাচ। সবচেয়ে বড় ব্যাপার হচ্ছে, এই ৯ ম্যাচের একটি হতে পারে শিরোপা নির্ধারণী লড়াই।
৪ জানুয়ারি ভ্যালেন্সিয়ার বিপক্ষে লিগ ম্যাচ দিয়ে বছর শুরু করবে রিয়াল। সব মিলিয়ে এই এক মাসে রিয়াল লিগ ম্যাচ খেলবে ৩টি। অন্য দুটি ম্যাচ হচ্ছে মায়োর্কা এবং ভায়াদোলিদের বিপক্ষে। লা লিগার বাইরে মাদ্রিদের ক্লাবটি দুটি ম্যাচ খেলবে চ্যাম্পিয়নস লিগে।
এরপর একটি করে ম্যাচ আছে স্প্যানিশ সুপার কাপ এবং কোপা দেল রেতে। তবে সব ঠিকঠাক থাকলে সুপার কাপ এবং কোপা দেল রের ম্যাচে একটির জায়গায় দুটিও হয়ে যেতে পারে। তাতে ৭ থেকে ৯ হয়ে যাবে ম্যাচের সংখ্যা। কোপা দেল রের তৃতীয় রাউন্ডে ৬ জানুয়ারি রিয়াল খেলবে দেপোর্তিভো মিনেরার সঙ্গে। এর তিন দিন পর সৌদি আরবে সুপার কাপের সেমিফাইনালে রিয়ালের প্রতিপক্ষ মায়োর্কা। অঘটন না ঘটলে এই ম্যাচটি রিয়ালের সহজেই জেতার কথা। সে ক্ষেত্রে তিন দিন পর ফাইনাল খেলার জন্য অর্থাৎ শিরোপা লড়াইয়ে মাঠে নামতে হবে তাদের। এই ম্যাচ জিতলে ফাইনালে তাদের প্রতিপক্ষ অ্যাথলেটিক বিলবাও ও বার্সেলোনা ম্যাচের জয়ী দল।
অন্য দিকে মিনেরার বিপক্ষে কাঙ্ক্ষিত জয়টি পেলে রিয়াল কোপা দেল রের চতুর্থ রাউন্ডের ম্যাচ খেলবে ১৫ বা ১৬ জানুয়ারি।
রিয়ালের ক্লান্তিকর এই দীর্ঘশ্বাস আরও বাড়বে ম্যাচের ভেন্যুগুলোর দিকে তাকালে। সম্ভাব্য এই ৯ ম্যাচের মাত্র ২টি তারা খেলবে ঘরের মাঠে। বাকিগুলো সব ঘরের বাইরে। এমনকি সুপার কাপ খেলতে তাদের যেতে হবে সৌদি আরবে। অর্থাৎ ম্যাচ খেলার ক্লান্তির সঙ্গে যুক্ত হবে ভ্রমণ ক্লান্তিও। এর আগে গত সেপ্টেম্বরে রিয়াল কোচ কার্লো আনচেলত্তি বলেছিলেন, ম্যাচ কমালে খেলোয়াড়রা বেতন কমাতে রাজি। ফলে অতিরিক্ত এই সূচি নিশ্চিতভাবে রিয়াল খেলোয়াড়দের বিরক্তির কারণ হবে।

জয়সোয়ালের পাগলাটে দৌড়ের পর কোহলির 'আত্মহত্যা'

আপনজন ডেস্ক: ভারতের ইনিংসে ৪১তম ওভার। স্কট বোল্যান্ডের করা ওভারটির পঞ্চম বলে কাট শটে চার মারলেন যশস্বী জয়সোয়াল। ভারতের রান স্পর্শ করল দেড় শ রানের ঘর, বিরাট কোহলির সঙ্গে জয়সোয়ালের জুটিও গড়াল এক শ রানে।
উইকেটে থিতু হয়ে যাওয়া কোহলি ব্যাট করছেন স্বচ্ছন্দে, সেঞ্চুরির সম্ভাবনা জাগানো জয়সোয়ালের ব্যাটেও আত্মবিশ্বাসের ছাপ। দুজনের দুর্দান্ত জুটি কত বড় হয়, সেটিই দেখার অপেক্ষায় ভারতীয় দর্শক। কিন্তু আচমকাই যেন ভূকম্পনে ভেঙে পড়ল সব।
অনসাইডে শট খেলে আগপিছ চিন্তা না করে পাগলাটে এক দৌড় দিলেন জয়সোয়াল। অফ স্টাম্পের বাইরের 'নিরীহ' এক ডেলিভারিতে উইকেটের পেছনে ক্যাচ দিলেন কোহলি। মাত্র ৮ বলের মধ্যে দুজনই আউট! মেলবোর্ন টেস্টে দ্বিতীয় দিনের শেষ বিকেলে জয়সোয়াল-কোহলির এই 'আত্মহত্যা'তেই এলোমেলো ভারতের প্রথম ইনিংস।
অস্ট্রেলিয়াকে প্রথম ইনিংসে ৪৭৪ রানে অলআউট করা ভারত দিন শেষ করেছে ৫ উইকেটে ১৬৪ রানে। এখনো পিছিয়ে ৩১০ রানে। দিনের শেষ আধা ঘণ্টায় খেলার মোড় ঘুরে যাওয়ার মূলে জয়সোয়ালের রানআউট।
বোল্যান্ডকে চার মেরে জুটির শতরান পূর্তির পরের বলেই ঝুঁকিপূর্ণ সিঙ্গেল নিতে চেয়েছেন এই ওপেনার। অফ স্টাম্পের বল অনসাইডে খেলে ননস্ট্রাইকের দিকে দৌড় দেন জয়সোয়াল। অপর প্রান্তে থাকা কোহলি বলের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতেই জয়সোয়াল পিচের অর্ধেক পেরিয়ে যান। বল সোজাসুজি যাঁর কাছে গেছে, সেই প্যাট কামিন্স সুযোগ নিতে দেরি করেননি। সরাসরি থ্রোতে স্ট্রাইক এন্ডের স্টাম্প ভাঙতে পারেননি, তবে উইকেটকিপার অ্যালেক্স ক্যারি বল হাতে নিয়ে রানআউট করার সময় পেয়েছেন যথেষ্টই। জয়সোয়ালের ১১ চার আর ১ ছক্কায় খেলা ১১৮ বলে ৮২ রানের ইনিংসটি থামল অস্ট্রেলিয়ানদের হঠাৎ পাওয়া সাফল্যের উল্লাস আর বাকিদের হতবাক করে দিয়ে। জয়সোয়ালের বিদঘুটে রানআউটের ধাক্কায় কিছুক্ষণ পর কোহলিও ফিরলেন। বোল্যান্ডের পরের ওভারের প্রথম ডেলিভারিটি ছিল ষষ্ঠ স্টাম্পে। কোহলি বল না ছেড়ে খেলতে গেলেন, ব্যাট হয়ে বল গেল উইকেটকিপারের হাতে (৮৬ বলে ৩৬)। জয়সোয়াল আউট হওয়ার পর স্বীকৃত ব্যাটসম্যান না নামিয়ে নাইটওয়াচম্যান হিসেবে আকাশ দীপকে পাঠিয়েছিল ভারত। কিন্তু কোহলির আউটের পর আকাশও ক্যাচ তুলেছেন বোল্যান্ডের বলে। শেষপর্যন্ত বাধ্য হয়েই রবীন্দ্র জাদেজাকে নামিয়েছে ভারত, দিনের শেষ বলে যিনি মিচেল স্টার্কের বলে চার মেরেছেন।
২ উইকেটে ১৫৩ থেকে ৫ উইকেটে ১৬৪–দিনের শেষ ৩১ বলের মধ্যেই ১১ রানে ৩ উইকেট হারিয়েছে রোহিত শর্মার দল।
এর আগে ভারতের ব্যাটসম্যানদের সামনে ৪৭৪ রানের বড় চ্যালেঞ্জই ছুঁড়ে দিয়েছে অস্ট্রেলিয়া। সকালে আগের দিনের ৬ উইকেটে ৩১১ রান নিয়ে ব্যাট করতে নেমে বাকি চার উইকেটে আরও ১৬৩ রান যোগ করে স্বাগতিকেরা। এর মধ্যে ৬৮ রানে অপরাজিত থাকা স্মিথ যোগ করেন ৭২ রান, করেন টেস্ট ক্যারিয়ারের ৩৪ সেঞ্চুরি। ডানহাতি এ ব্যাটসম্যানের আজকের সেঞ্চুরিটি মেলবোর্নে পঞ্চম, ভারতের বিপক্ষে ১১তম আর অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে ১৮তম।
ভারতের বিপক্ষে ১১তম সেঞ্চুরিতে গড়েছেন দেশটির বিপক্ষে সবচেয়ে বেশি তিন অঙ্কের ইনিংসের রেকর্ডও। এত দিন ভারতের বিপক্ষে সবচেয়ে বেশি টেস্ট সেঞ্চুরির রেকর্ড ছিল ইংল্যান্ডের জো রুটের–৫৩ ইনিংসে ১০টি। স্মিথ ব্রিসবেন টেস্টের প্রথম ইনিংসে ১০১ রানের পর এবার আরেকটি সেঞ্চুরি করে রুটকে ছাড়িয়ে গেছেন ৪৩ ইনিংসেই।
সংক্ষিপ্ত স্কোর (দ্বিতীয় দিন শেষে)
অস্ট্রেলিয়া প্রথম ইনিংস: ১২২.৪ ওভারে ৪৭৪ (স্মিথ ১৪০, লাবুশেন ৭২, কনস্টাস ৬০, খাজা ৫৭, কামিন্স ৪৯, ক্যারি ৩১; বুমরা ৪/৯৯, জাদেজা ৩/৭৮, আকাশ ২/৯৪)। ভারত প্রথম ইনিংস: ৪৬ ওভারে ১৬৪/৫ (জয়সোয়াল ৮২, কোহলি ৩৬, রাহুল ২৪; বোল্যান্ড ২/২৪, কামিন্স ২/৫৭)। ভারত এখনো ৩১০ রানে পিছিয়ে।

শচীন তেণ্ডুলকরকে সম্মাননা দিল মেলবোর্ন ক্রিকেট ক্লাব

আপনজন ডেস্ক: মেলবোর্ন ক্রিকেট ক্লাবের (এমসিসি) সম্মানসূচক সদস্যপদ পেয়েছেন শচীন তেণ্ডুলকর। ভারতীয় কিংবদন্তিকে এই সম্মাননা দেওয়ার বিষয়টি আজ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে নিশ্চিত করেছে ক্লাবটি।
এমসিসির পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, 'একজন আইকনকে আমরা সম্মান জানালাম। এমসিসি আনন্দের সঙ্গে ঘোষণা করছে যে, ভারতের সাবেক অধিনায়ক শচীন তেণ্ডুলকর খেলাটিতে তাঁর অসামান্য অবদানের কথা স্বীকার করে একটি সম্মানসূচক ক্রিকেট সদস্যপদ গ্রহণ করেছেন।'
১৮৩৮ সালে প্রতিষ্ঠিত এমসিসি অস্ট্রেলিয়ার সবচেয়ে প্রাচীন ক্রীড়া ক্লাব। ক্রিকেটের বিখ্যাত ভেন্যু মেলবোর্ন ক্রিকেট গ্রাউন্ডের (এমসিজি) ব্যবস্থাপনা, রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়নের কাজ এই ক্লাবটিই করে আসছে। অস্ট্রেলিয়া-ভারতের মধ্যে বক্সিং ডে টেস্ট এমসিজিতেই চলছে।
দুই যুগের বর্ণাঢ্য আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ারে তেণ্ডুলকর এমসিজিতে পাঁচটি টেস্ট ও সাতটি ওয়ানডে খেলেছেন। ১৭ ইনিংসে ৪০ ছুঁই ছুঁই গড়ে করেছেন ৬৩৯ রান। একটি সেঞ্চুরির সঙ্গে আছে পাঁচটি ফিফটি।
ইতিহাসের প্রথম ও একমাত্র ক্রিকেটার হিসেবে ২০০ টেস্ট খেলা তেণ্ডুলকর ওয়ানডে খেলেছেন ৪৬৩টি, টি-টোয়েন্টি খেলেছেন একটি। ৩৪৩৫৭ রান নিয়ে তিনিই আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে শীর্ষ রানসংগ্রাহক। এমসিজিতে টেস্টে ভারতীয় ব্যাটসম্যানদের মধ্যেও তাঁর রান সর্বোচ্চ–৪৪৯। তেণ্ডুলকরের জন্য বিখ্যাত কোনো ক্লাবের সদস্যপদ পাওয়ার ঘটনা এটিই প্রথম নয়। ২০১২ সাল থেকে তিনি অস্ট্রেলিয়ার আরেক মর্যাদাপূর্ণ ক্লাব সিডনি ক্রিকেট ক্লাবের আজীবন সদস্য।

ইংল্যান্ডের ইয়র্কশায়ার ক্রিকেট ক্লাবের সদস্যপদ পেয়েছেন ২০১৪ রানে। ক্রিকেটের আইন প্রণয়নকারী সংস্থা মেরিলিবোন ক্রিকেট ক্লাবের (এমসিসি) আজীবন সদস্য হন ২০১০ সালে। অস্ট্রেলিয়া সরকারও ক্রিকেটে তেণ্ডুলকরের অসাধারণ কৃতিত্বের স্বীকৃতি দিয়েছে। ২০১২ সালে দেশটির সরকার তাঁকে সর্বোচ্চ সম্মান 'অর্ডার অব অস্ট্রেলিয়া'য় ভূষিত করে।

৪৮ দিন পর আইএসএল-এ ফের পয়েন্ট পেল মহামেডান স্পোর্টিং

আপনজন ডেস্ক: ইন্ডিয়ান সুপার লিগে ২০২৪-২৫ মরশুমে কিশোর ভারতী ক্রীড়াঙ্গনে শুক্রবার রাতে ওড়িশা এফসি-র সঙ্গে গোলশূন্য ড্র করল মহমেডান এসসি।
একের পর এক ম্যাচে হারের পর এদিন ড্র করে মান রক্ষা করল মহামেডান। ৯ নভেম্বর ৯ জনের ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে গোলশূন্য ড্র। তারপর ২৭ নভেম্বর বেঙ্গালুরু এফসি-র বিরুদ্ধে ১-২ হার। ২ ডিসেম্বর জামশেদপুর এফসি-র বিরুদ্ধে ১-৩ হার। ৬ ডিসেম্বর পাঞ্জাব এফসি-র বিরুদ্ধে ০-২ হার।
১৫ ডিসেম্বর মুম্বই সিটি এফসি-র বিরুদ্ধে ০-১ হার। ২২ ডিসেম্বর কেরালা ব্লাস্টার্স এফসি-র বিরুদ্ধে ০-৩ হার। অবশেষে ৪৮ দিন পর শুক্রবার আইএসএল-এ ফের পয়েন্ট পেল মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব।
শুক্রবার কিশোর ভারতী ক্রীড়াঙ্গনে লিগ টেবলে চতুর্থ স্থানে থাকা

ওড়িশা এফসি-কে আটকে দিল ১৩-তম স্থানে থাকা মহামেডান স্পোর্টিং। ম্যাচের ফল গোলশূন্য। এই ড্রয়ের পর ১৩ ম্যাচ খেলে ৬ পয়েন্ট নিয়ে সবার শেষে সাদা-কালো ব্রিগেড। ১৩ ম্যাচ খেলে ২০ পয়েন্ট নিয়ে চতুর্থ স্থানে ওড়িশা এফসি।
মহামেডান ওড়িশা এফসির পয়েন্ট নষ্ট করায় খুশি ইস্টবেঙ্গল। আইএসএল-এ ১২ ম্যাচ খেলে ১৩ পয়েন্ট নিয়ে ১১ নম্বরে ইস্টবেঙ্গল। সুপার সিক্সের যোগ্যতা অর্জন করার লক্ষ্যে লড়াই করছে অস্কার ব্রুজোঁর দল।
শুক্রবার ওড়িশা ২ পয়েন্ট নষ্ট করায় খুশি ইস্টবেঙ্গল। লিগ টেবলে যে দলগুলি উপরের দিকে আছে, তারা যাতে পয়েন্ট নষ্ট করে, সেটাই চাইছে লাল-হলুদ শিবির।

১ জানুয়ারির ডার্বি ঘিরে আশঙ্কার মেঘ, মোহনবাগানকে চিঠি বিধাননগর পুলিশের

আপনজন ডেস্ক: আবারও ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগান বড় ম্যাচ ঘিরে অনিশ্চয়তা। ১১ জানুয়ারি আইএসএলের ফিরতি ডার্বি। যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে সেই ডার্বি হওয়া নিয়ে আশঙ্কার মেঘ। এ বারের ডার্বির আয়োজক মোহনবাগান। ১১ জানুয়ারি যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে পর্যাপ্ত পুলিশি নিরাপত্তা দিতে পারবে না বিধাননগর পুলিশ কমিশনারেট। আয়োজক মোহনবাগানকে চিঠি দিয়ে জানিয়ে দিল বিধাননগর পুলিশ কমিশনারেট।
গঙ্গাসাগর সীমান্তবর্তী এলাকা হওয়ায় এবারে বাড়তি নজর দিচ্ছে প্রশাসন। কয়েকদিন আগেই মুখ্যমন্ত্রী বাড়তি নজরদারির কথা জানান। ৮ থেকে ১৭ তারিখ পর্যন্ত গঙ্গাসাগর মেলা চলবে। রাজ্যের বিভিন্ন জায়গা থেকে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন থাকবে গঙ্গাসাগরে। বাবুঘাট ট্রানজিট পয়েন্ট হওয়ায় সেখানেও বাড়তি নজরদারি থাকবে।
অতিরিক্ত পুলিশ চাওয়ায় ১১ তারিখ যুবভারতীতে পর্যাপ্ত পুলিশি নিরাপত্তা দেওয়া সম্ভব নয়। তা আয়োজক মোহনবাগানকে চিঠি দিয়ে জানিয়েছে বিধাননগর পুলিশ কমিশনারেট। ডার্বির ভবিষ্যৎ কী? দুটো সম্ভাবনা উঠে আসছে। প্রথমত ডার্বির দিন পরিবর্তন হতে পারে। সেক্ষেত্রে পিছিয়ে যেতে পারে আইএসএলের ফিরতি ডার্বি। দ্বিতীয়ত যুবভারতী থেকে সরে ১১ তারিখ অন্যত্র হতে পারে আইএসএলের ফিরতি ডার্বি। এই বড় ম্যাচের আয়োজক মোহনবাগান। ডার্বি কলকাতা থেকে সরলে গেট সেলে ধাক্কা খেতে পারে সবুজ-মেরুন। সেক্ষেত্রে দিন পরিবর্তন করার পথেই হয়তো হাঁটবে মোহনবাগান। এফএসডিএলের সঙ্গে কথা বলেই ডার্বির চূড়ান্ত ভাগ্য নির্ধারিত হতে পারে।

রাশফোর্ডকে নিয়ে কী হচ্ছে ইউনাইটেডে

আপনজন ডেস্ক: কোচ বদলেও এখন পর্যন্ত ভাগ্য বদলাতে পারেনি ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড। এরিক টেন হাগের পথ ধরে একের পর এক ম্যাচে হেরেই চলেছে কোচ রুবেন আমোরিমের দলটি। সর্বশেষ গতকাল রাতে অবনমনের আশপাশে থাকা উলভসের বিপক্ষেও ২–০ গোলে হেরেছে ইউনাইটেড।
টানা হারের পাশাপাশি আরও একটি বিষয় নিয়ে আলোচনায় ইউনাইটেড। এর কেন্দ্রে দলের অন্যতম সেরা স্ট্রাইকার মার্কাস রাশফোর্ড। তাঁর দলে জায়গা না পাওয়া নিয়ে আছে নানা ধরনের গুঞ্জন। ইউনাইটেড কোচ আমোরিম অবশ্য জানিয়েছেন, মানের দিক থেকে ইতিবাচক পরিবর্তন না আসার কারণে এখনো সুযোগ পাচ্ছেন না রাশফোর্ড।
১২ ডিসেম্বর ইউরোপা লিগে ভিক্টোরিয়া প্লজেনের বিপক্ষে ম্যাচের পর আর দলে সুযোগ পাননি রাশফোর্ড। এমনকি সেই ম্যাচের পর একাদশে দূরে থাক, টানা চার ম্যাচে স্কোয়াডেও জায়গা হয়নি। রাশফোর্ডের সুযোগ না পাওয়ার কারণ হিসেবে বারবার তাঁর খেলার মানের বিষয়টি সামনে আনছেন আমোরিম। এমনকি কখন সুযোগ পেতে পারেন, তেমন কোনো ইঙ্গিতও দেননি এই পর্তুগিজ।
যে কারণে এখন রাশফোর্ডের দলবদলের গুঞ্জনও সামনে আসতে শুরু করেছে। যদিও কদিন আগেই রাশফোর্ড নিজে বলেছেন, ইউনাইটেডের হয়ে তিনি নতুন চ্যালেঞ্জ নিতে প্রস্তুত এবং নিজের পেশাদার ক্যারিয়ার ইউনাইটেডের হয়েই শেষ করতে চান। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতি ভিন্ন কিছুরই ইঙ্গিত দিচ্ছে। সর্বশেষ উলভসের বিপক্ষে রাশফোর্ড বাদ পড়ার পর ডাচ কোচ আমোরিম বলেছেন, 'এটা (তার বাদ পড়ার কারণ) সব সময় একই এবং সব সময় তা-ই থাকবে। আমাদের সব সময় একই রকম পেশাদার থাকতে হবে। হারি কিংবা জিতি, মানুষ হিসেবে আমাদের একই রকম থাকতে হবে। আমাকে অবশ্যই শক্ত থাকতে হবে এবং আমি শেষ পর্যন্ত নিজের আদর্শ ধরে রেখে কাজ করে যাব।' বাদ পড়ার পর থেকে রাশফোর্ড কোনো পার্থক্য দেখাতে পেরেছেন কি না, জানতে চাইলে আমোরিম বলেছেন, 'যেহেতু সে এখানে নেই, বিষয়টা আপনারা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন।'
আমোরিমের দল থেকে রাশফোর্ডের বাদ পড়া নিয়ে সম্প্রতি কথা বলেছেন দলটির সাবেক ডিফেন্ডার ওয়েস ব্রাউন। তাঁর মতে, আমোরিমের তৈরি করা মানদণ্ড অনুযায়ী খেলতে না পারার কারণেই বাদ পড়েছেন রাশফোর্ড। ব্রাউন বলেন, 'এটা হতাশার যে সে স্কোয়াডে নেই।
মনে হচ্ছে, কোচ শর্ত ঠিক করে দিয়েছেন যে "তুমি যদি স্কোয়াডে থাকতে চাও, তবে এই শর্তগুলো পূরণ করতে হবে। সেটা অনুশীলনে বা মাঠের বাইরে, যেখানেই হোক না কেন।" তবে এভাবে রাশফোর্ডকে হারানো দুঃখজনক হবে জানিয়ে ব্রাউন বলেছেন, 'এটা খুবই দুঃখের ব্যাপার হবে যদি মার্কাস চলে যায়। কিন্তু একজন কোচকে একই আদর্শ নিয়ে কাজ করে যেতে হয়।' পরিস্থিতি না বদলালে রাশফোর্ড হয়তো ইউনাইটেড ছাড়ার পথেই হাঁটবেন। এরই মধ্যে বিভিন্ন ক্লাবের সঙ্গে তাঁকে ঘিরে গুঞ্জনও শুরু হয়ে গেছে, যার মধ্যে আছে বার্সেলোনার নামও।
জানা গেছে, বার্সা নাকি এরই মধ্যে রাশফোর্ডকে কেনার জন্য প্রস্তাব দেওয়ার প্রস্তুতি নিতে শুরু করেছে। তবে বার্সার পাশাপাশি টটেনহামসহ আরও কয়েকটি ক্লাবের আগ্রহের কথা সামনে এসেছে। ফুটবলে অবশ্য শেষ কথা বলে কিছু নেই। তাই রাশফোর্ডকে ঘিরে তৈরি হওয়া এই জটিলতার পরিণতি জানতে আরও কিছুদিন অপেক্ষা করতেই হচ্ছে।

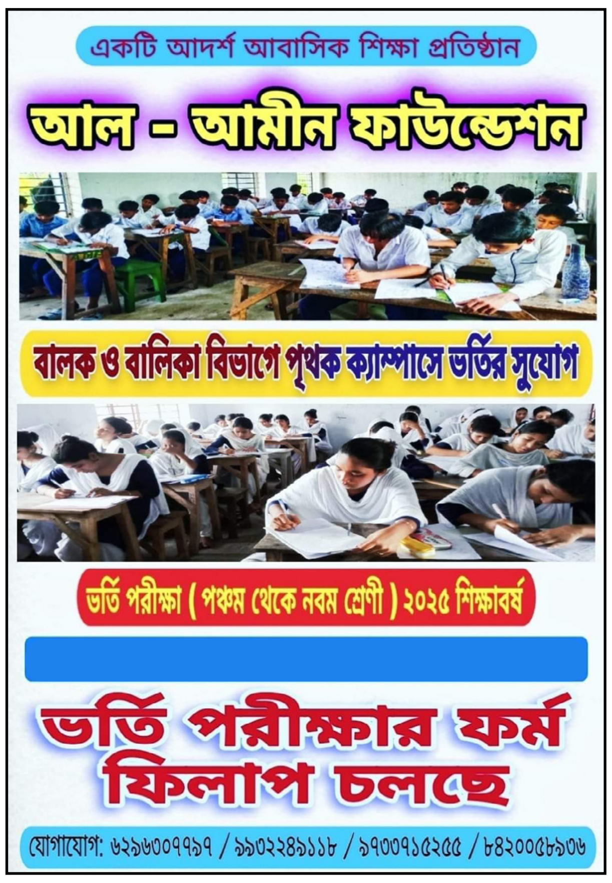

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: **জাইদুল হক।**
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**